

A
TALE
FROM
THE MALATIMADHABA
OF
BHABABHUTI
BY
KALLY PROSSANNA GHOSAL

মালতীমাধব ।

মহাকবি ভবভূতি প্রণীত মালতীমাধব নাটকের
উপাখ্যান ভাগ ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষাল প্রণীত ।

CALCUTTA,

THE SANSKRIT PRESS.

1858

মূল্য আট আনা ।

A
TALE
FROM
THE MALATIMADHABA
OF
BHABABHUTI
BY
KALLY PROSSANNA GHOSAL.

মালতীমাধব ।

মহাকবি ভবভূতি প্রণীত মালতীমাধব নাটকের

উপাখ্যান ভাগ ।

২৩৪০৭

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষাল প্রণীত ।

CALCUTTA

THE SANSKRIT PRESS.

1858

বিজ্ঞাপন ।

ভবভূতির মালতীমাধব সংস্কৃত ভাষায় এক
অত্যাশ্চর্য নাটক । ইহাত কবির রচনাশক্তি
ও বর্ণনাবৈচিত্র্য পরাকাষ্ঠায় প্রদর্শিত হইবাছে
এবং কাদম্বরী ব্যতীত কোন সংস্কৃত কাব্যে গম্প
সাজাইবার এত নৈপুণ্য দেখা যায় না । অনুবাদে
কেবল এষ্ট শৈবোক্ত চমৎকারিতাষ্ট বক্ষা করা স-
ম্ভব, পাঠকগণ যেন তাহার অনুবাদে মূলেব অপ-
বাপর মাধুর্য্য সম্ভাবনা না করেন, আমি এই
প্রার্থনা করি । ফলতঃ কোন প্রদ্বৈব অনুবাদ
দেখিয়া মূলেব সাধুতা বা অসাধুতা বিচার করা
কখনই ন্যায্য নহে এবং যাহাবা সংস্কৃত বা অ-
ন্যান্য ভাষার গ্রন্থ বিশেষেব অনুবাদ পাঠ করিয়া
আপনাদিগকে তত্তদগ্ৰন্থেব উপযুক্ত বিচারক বোধ
কবেন, তাহাবা নিতান্ত ভ্রান্ত ।

এই অনুবাদেব কোন কোন অংশ 'কলিকাতা
নর্ম্যাল স্কুলেব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামকমল
ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুশাসনক্রমে কিছু কিছু

পরিবর্তিত করিয়াছি এবং তিনি ইহা জনসমাজে
প্রকাশযোগ্য বলিয়া সাহস প্রদান করাতে, প্রচার
করিলাম ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্মা ।

কলিকাতা ।

১৫ই অগ্রহায়ণ । সংবৎ ১৯১৫ ।

যন্ত্রালয়ের বিজ্ঞাপন ।

এই পুস্তকের প্রথম তিন কন্ধ্যা লক্ষ্মীবিলাস
যন্ত্রে মুদ্রিত হয় । পরে, লক্ষ্মীবিলাস যন্ত্রের মুদ্রা
গ্রন্থকর্তার মনোনীত না হওয়াতে তিনি অবশিষ্ট
ভাগ এই যন্ত্রে মুদ্রিত করিলেন ।

শ্রীযত্ননাথ শর্মা ।

যন্ত্রাধ্যক্ষ ।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র ।

১৫ই অগ্রহায়ণ । সংবৎ ১৯১৫ ।

মালতীমাধব।



বিদৰ্ভবাজের অমাত্য দেববাত কুণ্ডিন-পুবে বাস করিতেন। তিনি অতি বদান্য, যশস্বী ও মাননীয় ছিলেন। তাঁহার পদ্মাবতীশ্রবেব অমাত্য ভুবিবমুখ সহিত অত্যন্ত সৌন্দর্য্য জন্মিয়াছিল। উভয়ে শৈশবে একত্রে লেখা পড়া করিতেন ও তদবধিই সৌন্দর্য্যেব আতিশয্য প্রযুক্ত উভয়ের প্রতিজ্ঞা ছিল, যে তাঁহাদের সম্তানাদি হইলে, তাহাদের পরস্পর বিবাহ দিবেন।

দেবরাত্তের অনঙ্গপ্রতিম অতি রূপবান এক পুত্র জন্মিল, তাঁহার নাম মাধব, মাধব অল্প দিন মধ্যেই নানা বিদ্যার পাবদর্শী হইয়া উঠিলেন। ভুবিবসু মালতী নামে পবন লাবণ্য-বতী এক কন্যা জন্মিল। মালতীর অমানুষ্যাবণ্য ও নৈসর্গিকবিলাসদর্শনে, বোধ হয়, যেন স্বয়ং মদন চন্দ্র সুধা, মৃণাল, জ্যোৎস্ন প্রভৃতি বসন্তের উপাদান দ্রব্যে মালতীর মনোহর নপু নির্মাণ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ মাধব বয়ঃ প্রাপ্ত হইলেন। ভুবিবসু পুত্র-প্রতিশ্রুতি পরিণ্যেব কোন কথায় উপাধীন করিলেন না, দেববাত্ত মনে মনে অভিমান করিলেন, যে যদি মাধবকে পদ্মাবতী প্রেমাণ রূপা যায়, তবে মনোমত পাত্র মাধবকে দেখিয়া ভুবিবসু পুত্র-প্রতিজ্ঞা মনে পড়িবে ও তাহাতে প্রবৃত্তিও জন্মাইতে পাবে। তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়া আত্মী-ক্ষিকী অধ্যয়নক্ষেত্রে মাধবকে পদ্মাবতী প্রেমাণ করিলেন। মাধব স্বীয় বয়স্য মদন ও কলহাসক নামে একজন দাস সমভিব্যাহারে পদ্মাবতী যাত্রা করিলেন।

কামন্দকী নামে এক সন্ন্যাসিনী পবিত্রজ্যো-
 ত্সম অবলম্বন পূর্বক পদ্মাবতীতে বাস করিতেন,
 তিনি শৈশবে দেববাত্তেব সহাধ্যায়িনী ছিলেন ও
 তাঁহার সহিত দেববাত্তেব মিত্রতা ছিল। মাধব
 পদ্মাবতীতে উপস্থিত হইয়া কামন্দকীরই আশ্রমে
 অবস্থিতি পূর্বক আত্মশিক্ষা অধ্যয়ন করিতে লাগি-
 লেন। কতিপয় দিবস গত হইল, ক্রমশঃ ভুবিবন্ধু
 পবন্যবায় মাধবেব নামশ্রবণ ও পরিচয় প্রাপ্ত
 হইয়া শৈশবকালীন প্রতিজ্ঞা তাঁহার স্মৃতি পথে
 পতিত হইল। পবে মাধবকে দেখিয়া তাঁহার
 প্রতিজ্ঞাসম্পাদনে সাতিশয় স্পৃহা জন্মিল।

সেই সময় নন্দন নামে নৃপতিব নর্ম্মসচিব মালতীব
 কব-গ্রহণে নিতান্ত অভিলাষক হইয়া, বাজার নিকট
 স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত কবেন, ভূপতি ভুবিবন্ধুব নিকট
 সেই বিষয়ে অনুবোধ করিলেন। 'ভুবিবন্ধু উভয়
 সঙ্কটে পড়িলেন, যদি রাজার অভিমত বিষয়ে অস-
 ম্মত হন, তবে তাঁহার কোপ জন্মিবেক; নন্দনে মাল-
 তী প্রদান তাঁহার অনভিমত হইলেও তখন তাঁহা-

কে রাজার নিকট বলিতে হইয়াছিল, যে মহারাজ, আপনার কন্যা আপনি যা করেন ।

তিনি মনে মনে স্বাভিপ্রায় সিদ্ধির সুবিধা দেখিতে লাগিলেন । কামন্দকীর সহিত তাঁহাবও বিলক্ষণ প্রণয় ছিল, তাঁহাব সহিত অভিসন্ধি করিলেন, যে বাজা ও নন্দনকে একপ প্রতারণা করিতে হইবে, যে তাহাতে তাঁহাদের কোপ না জন্মে, অথচ স্বীয় কার্য্যসিদ্ধি হয় । কামন্দকী মিত্ৰেব ঈদৃশ অসমসাহস কার্য্যে হস্তার্পণ করিলেন । ভুরিবন্ধু, আপনাব মনোগত অভিলাষ মনেই সম্বৃত্ত করিলেন; এতদূর গাভীর্ঘ্যাবলম্বন করিলেন, যে তিনি যেন মাধবের নাম ও জানেন না ।

মাধব, ভিতবে ভিতবে এত কাণ্ড হইয়াছে, তাহা কিছুই জানেন না । তিনি দিবসে আপনার পড়াশুনার ব্যস্ত থাকেন; কামন্দকী তাঁহাকে মাতার তুল্য স্নেহ করিতেন, কিছুতেই ক্লেশ নাই, পরম সুখে কামন্দকীর সদনে বাস করেন । নিত্য নিত্য দিবাবসানে বায়ুসেবন নিমিত্ত নগর মধ্যে

পরিক্রম করিতে যান; অবলোকিতা নামে কামন্দ-
কীৰ শিষ্যা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন । কামন্দকী
অবলোকিতাকে, ভুবিবমুখ ভবনাসন্ন রাজ্য মার্গ
দিশা মাধবকে লইয়া যাইতে, গোপনে ইচ্ছিত কবি-
লেন । অবলোকিতাও তাঁহার আদেশানুরূপ অনু-
ষ্ঠান করিতে লাগিলেন ।

মাধব, দিন দিন অমাত্যেব ভবনাসন্ন রথায়
সঞ্চরণ কবেন, ঐ সুযোগ ক্রমে একদিন মালতী
গবাক্ষ হইতে মাধবেব মনোহারিণী মূর্তিদর্শনে
মগ্নাধশবে আহত হইলেন । দিন দিন পূৰ্ব্ববাগ
জনিত স্মরদশায় অতিকাতব হইয়া উঠিলেন ।
কি কবেন, স্বৰ্ঘং স্বতন্ত্র হইয়া বিমল কুল ও দ্বাঘ্য
পিতা মাতার মর্যাদা উল্লঙ্ঘন কবা, কুল কুমাৰী-
গণেব নিতান্ত বিরুদ্ধ । ক্রমশঃ পবিত্রান মৃণালীব
ন্যায় তাঁহার অক্লাবণ্য মন্ডিন হইতে লাগিল,
কপোল পুষ্পবর্ণ, মন বাহু বিষয়ে নিবেশশূন্য ও
জীবন বিরস হইয়া উঠিল । আহার বিহাব সকল
বিষয়েই ঔদাসিন্য জন্মিল । মাধবেব প্রতিকৃতি
লিখিয়া উৎকণ্ঠাবিনোদন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

নগরান্তর্ভুক্ত মদনোদ্যানে মদনোৎসব নামে মহাভয়র উৎসব হইয়া থাকে। উৎসবের দিন প্রভাতে নগরবাসী অঙ্গনাগণ স্বস্থযোগ্যতানু-রূপ সমারোহে মদনোদ্যানে অনঙ্গমন্দিরে সমাগত হইয়া কামদেবের পূজা আরম্ভ করিল। নানা স্থান হইতে কতলোক উৎসব-দর্শন-কৌতূহলে আগত হইতে লাগিল। মাধবও অবলোকিতাব মুখে উৎসব বৃত্তান্ত্র অবগে প্রভাতে মদনোদ্যানে গমন করিলেন। তথায় কিঞ্চৎকাল পৌরজনের প্রমোদ দেখিতে লাগিলেন ও ইতস্তত পরিক্রম করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া অনঙ্গ মন্দিরাসন্ন মনোহর মুকুল-শোভিত মধুকবাকুলিত বকুলপাদপেব আলবালপ্রদেশে উপবিষ্ট হইলেন। বৃক্ষ হইতে অনববত মধুপূর্ণ কুসুমজাল ভূতলে পতিত হইতেছে, মাধব ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া তথা হইতে কতকগুলি পুষ্প গ্রহণ পূর্বক নানাচাতুর্য্যসম্পন্ন মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন। উদ্যানের পাশেই অমাত্য ভুরিবনু বন, কিয়ৎক্ষণ পবে মালতী কুমারী-জনোচিত বেশ ভূষা পরিধান পূর্বক সখীগণ সমভিব্যাহারে উদ্যানে উৎসব দেখিতে প্রবেশ করি-

লেন । তাঁহার কোন প্রকার আশ্রয় প্রমোদে রতি
 নাই, তথাপি সখীগণেব অনুবোধে কণকাল উৎসব
 দেখিতে লাগিলেন । তাঁহার সহচরীগণ উদ্যানে
 ইতস্তত কুমুমচয়ন কবিত্তে কবিত্তে মাধব যে বকুল-
 তলে বসিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তথায় উপস্থিত
 হইল, ও জনতাব মধ্যে বকুল-মূলে মাধবকে উপ-
 বিষ্ট দেখিয়া কত প্রকার ভাবভঙ্গী ও চাতুর্য্য আরম্ভ
 করিল । অনন্তর মালতীকে নিবেদন করিল, তর্জ-
 দারিকে, কাহাবো রুদয়-বল্লভ ঐ বকুলতলে বসিয়া
 আছেন, এই বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্ব্বক মাধবকে
 দেখাইয়া দিল । মাধবকে দেখিয়াই মালতীর মুখ-
 শশী রুদয় বাগে ঐভাতোদিত ববিমগুলের ন্যায়
 আবক্রবর্ণ হইল, স্বেদপুলকচ্ছলে তাঁহার রুদ-
 য়েব অনুবাগ যেন বিগলিত ও মন্থথোপদিষ্ট বিবি-
 ধ বিভ্রম আবিভূত হইতে লাগিল । মাধবেব মুখ
 নিবিষ্ট বিশাল লোচন তাঁহার স্নেহ বাক্য করিতে
 লাগিল, কিন্তু লজ্জাতরে নয়ন দ্বয় পক্ষ্মলাবত হই-
 তে লাগিল ।

মাধবও মালতীর মুখাবলোকনে কুমুমশরপ্র-
 হারে মোহিত হইলেন, অস্বাস্থ্যে রূপ লৌহ আক-
 র্ষণ কবে, তরুণ তাঁহার চিত্ত সমাকৃষ্ট হইল । তাঁ-
 হার নৈসর্গিক বিনয় ও ধৈর্য্য পবাতুত হইল, লজ্জা
 দূরে পলায়ন করিল ও শাস্ত্র-জনিত বিবেক অব-
 শ্যাসনেব অনুবর্তী হইল । তাঁহার মনেব অন্যান্য-
 ভাব অন্তর্মিত হইল । তিনি আপনাব ঈদৃশ চাপলা
 সম্বরণাভিপ্রায়ে পূর্বাবস্থ বকুলমালাব অবশিষ্ট
 ভাগ গাঁথিতে আবস্ত করিলেন । কিন্তু মানান সে
 স্থলটি পূর্বেরমত শোভন হইল না ।

তদনন্তর মালতী এক কবেণুকাষ আবোহণ
 পূর্বক বর্ষবববহুল অনুচবসমূহ ও সখীগণ সমতি-
 ব্যাহাবে উদ্যান হইতে বহির্গত হইয়া নগবণ্যামী
 মার্গ দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু মাধবেব চিত্তে
 সতত জাগরুক রহিলেন । তাঁহার লাবণ্যময়ী মূর্তি
 যেন মাধবেব মনে প্রতিবিম্বিত, চিত্রিত বা উৎকীর্ণ
 রহিল । পঞ্চশর যেন স্বীয় পঞ্চ বিশিষ্ট-দ্বারা মালতী-
 কে মাধবেব রুদয়ে কীলিত করিলেন অথবা চিন্তা

তন্তুদ্বারা মালতী যেন মাধবের অস্ত্রকবণে নিবদ্ধ হইলেন ।

মালতী গমন করিলে, লবঙ্গিকা নামে তাঁহার এক সখী ক্ষণেক বিলম্ব করিয়া কুমুমছরনচ্ছলে ক্রমশঃ মাধবের সমীপবর্তিনী হইল ও সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কুতাঞ্জলি-পুটে প্রণাম পূর্বক কহিল 'মহাভাগ, আপনার এই কুমুমরচনা সুশ্লিষ্ট ও অত্যন্ত রমণীয় হইয়াছে, আমাদিগেব ভর্তৃদাবিকা এই পুষ্পহাব দেখিতে নিতান্ত কুতূহলিনী হইয়াছেন । তিনি সম্প্রতি কোন মহানুভবেব অন্তরাগনিবন্ধন দারুণ মনোব্যথায কাতব আছেন, তাহার কণ্ঠে এই বকুলাবলী অর্পিত হইলে, ঐদৃশ বৈদম্ব্য কৃতার্থ হইবে ও নির্মাতার পরিশ্রমও সকল হইবে' ।

মাধব এই কথা শুনিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসিলে, লবঙ্গিকা বলিল, আমাদিগেব ভর্তৃদাবিকা অমাত্য ভুরিবসুদেব ছহিতা, নাম মালতী । আমার নাম লবঙ্গিকা, আমি তাহার ধাত্রীকন্যা, আমাকে

তিনি বিস্তর অনুগ্রহ করেন। মাধব আপনার কণ্ঠে হইতে সেই বকুলমালা অবতারণ পূর্বক লবঙ্গিকার হস্তে অর্পণ করিলেন। লবঙ্গিকা সাতিশয আদব পূর্বক মালা হস্তে করিল ও তাহাব অমুশ্লিষ্ট অংশ-টাই বিশেষ রূপে দেখিতে লাগিল।

পরে মধ্যাহ্ন সময়ে যাত্রা ভঙ্গ হইলে, জনসঙ্কুল মধ্যে লবঙ্গিকা অদৃশ্য হইল। মাধব মদনব্যথায় বিষণ্ণ মনে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথে ঘাইতে ঘাইতে বকুলোদ্যানের নিকটে মকবন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মকরন্দ তাঁহাকে অন্ত্র-বণ করিতে আসিতেছিলেন। একে গ্রীষ্মকাল, তায় মধ্যাহ্ন সময়, দিনমণির অতিপ্রচণ্ড রশ্মি জালে ভুবনতল যেন অগ্নিময় হইয়াছে। মকরন্দ আতপতাপে ক্লান্ত হইয়া, কণেক বিশ্রাম করিতে মাধবের সহিত বালবকুলোদ্যানের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক এক চম্পকরূক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন।

মাধবের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে, কোন বিষয়ে অবধান নাই। মাধবের এইরূপ ভাবান্তর

দেখিয়া, মকরন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য তোমার
অদ্য একপ ভাবান্তর দেখিতেছি, কেন ? । মাধব
লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন, কিছুই উত্তর দিলেন
না । মকরন্দ বলিলেন, বয়স্য, যদি মনসিদ্ধপ্রভা-
বে একপ হইয়া থাকে, তাহাতে লজ্জা কি, দেখ,
কি বিশ্ববিধাতা পবনেশ্বর, কি বজ্রস্তমোহতিভূত
নিকৃষ্ট জন্তু সকলেই সেই দুর্জয় কুমুমশবের প্রভাব
অবগত আছেন । মাধব বয়স্যের এই কথা শুনিয়া
কথঞ্চিৎ লজ্জা পবিত্যাগ পূর্বক মদনোদ্যানবৃত্তান্ত
সমুদায় বর্ণন করিলেন ।

মকরন্দ অভিনিবিষ্টচিত্তে সমুদায় শ্রবণ পূর্বক
বলিলেন, বয়স্য স্থির হও, ভাবনা কি, সেই কামি-
নীর সহিত সমাগমে কোন সংশয় নাই । দেখ, মাল-
তীব সখীগণ অঙ্গুলি দ্বারা তোমার নির্দেশ কবি-
য়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, মালতী পূর্বে তো-
মার কোথায় দেখিয়া থাকিবেন । ও লবঙ্গিকা যে
মালতীব কোন মহানুভবনিবন্ধন অনুরাগেব কথা
উল্লেখ করিয়াছে, সে অনুরাগও তোমা-বিষয়ক
তাহার সন্দেহ নাই ।

মকরন্দ এইরূপে মাধবকে আশ্বাস দিতেছেন, এমত সময়ে কলহংসক একখানি মাধবের প্রতিকৃতি হস্তে মাধবকে অন্বেষণ করিতে কবিতে তথাষ উপস্থিত হইল। ঐ প্রতিকৃতি, মালতী উৎকণ্ঠা বিনোদননিমিত্ত চিত্রিত কবেন। লবঙ্গিকা ঐ চিত্রকলক মাধবের হস্তে পতিত হইবে এই অভিপ্রায়ে মন্দাবিকা নামে এক বাবযোষাব হস্তে মদনোদ্যানে অ নিবাব সময় নিহিত করিয়াছিল। মন্দাবিকার সহিত কলহংসকের সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল, কলহংসক তাহার নিকট হইতে ঐ প্রতিকৃতি আনিয়াছে। মালতী ঐ প্রতিকৃতি লিখিয়াছেন অবগপূর্বক মাধবের বয়স্যেব বিতর্কে আত্মা জন্মিল ও কিঞ্চিৎ সানন্দ হইলেন।

মকরন্দ বলিলেন, বক্ষ্যা, এই চিত্রকলকে মালতীরও প্রতিমূর্তি চিত্রিত কর। মাধব চিত্র বর্তিকা খাবণ কবিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লিখিবাব সময় মালতীর মূর্তি মনে মনে চিত্রিত করিতেই, তাহার গাত্র স্তব্ধ, নয়ন-দ্বয় অশ্রুপূর্ণ ও হস্ত স্বৈরাঙ্গ হইয়া উঠিল। কলহংসক মনে মনে অনবরত সংকল্প-

সুখই অনুভব করিতে লাগিলেন । কম্পনাশ্রাণ্ড
মালতীর নিকট হইতে তাঁহার চিত্ত প্রতি নিবৃত্ত
হইল না । পরে অতিক্রমে মালতীর প্রতিমা
চিত্রিত কবিতা নিয়ে এই কয়েকটি পদাবলী লিখিয়া
দিলেন, “সংসারে শশিকলা প্রভৃতি রমণীয় পদার্থ
অনেক আছে ও তদর্শনে সকলেরই চিত্ত মত্ত ও
পরিভূক্ত হয়, কিন্তু আমাব এই কামিনীর মুখকমল
অবলোকন করিয়া যেকপ চিত্তোন্মাদ হইয়াছে,
তদ্রূপ আব কখনই অনুভব করি নাই ” । মকরন্দ
মালতীর প্রতিকৃতি দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন ।

এই সময়ে মন্দারিকা দ্রুতপদসঞ্চারে তথায়
উপস্থিত হইল ও লবঙ্গিকা চিত্রকলক লইতে আসি-
য়াছে, এই বলিয়া কলহংসকের নিকট হইতে চিত্র-
কলক গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল । মাধব ও মক-
রন্দও গাত্ৰোপ্তান পূর্বক তথ্য হইতে বাসস্থানে
প্রত্যাগমন করিলেন । মাধবের মনোবেদনা প্রতি-
মুহুর্তে বিষম হইয়া উঠিতে লাগিল । মকরন্দ
বঙ্গমোর অনিষ্টাশঙ্কায় কাতর হইয়া কামন্দকীর

নিকট মদনোদ্যানবৃত্তান্ত পুরীপার তাবৎ নিবেদন করিলেন ও তাঁহার শবণাপন্ন হইলেন । কামন্দকী লবঙ্গিকার মুখে নিত্য নিত্য মালতীর সমাচার প্রাপ্ত হন, অদ্য মদনোদ্যানবৃত্তান্ত শ্রবণ কবিষা মনে মনে অত্যন্ত কুষ্ঠ হইলেন । দেখিলেন, মিত্রের অভিষ্ঠসিদ্ধিব মূল সম্পাদিত হইয়াছে, কেননা দারকর্মে অন্যান্যানুবাগই পরমশ্রেয়স্কর । তিনি মাধবকে ঘাদৃশ স্নেহ করিতেন, তদনুরূপ প্রবোধ-বচনে আশ্বাস প্রদান করিলেন ।

দিবাবসান হইল, কামন্দকী মালতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন । মালতী, লবঙ্গিকা মদনোদ্যান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তাহার সহিত প্রাসাদোপরি নির্জনে বকুলমালা ও চিত্রকলক লইয়া মাধবের কথাপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছিলেন; তথায় প্রতীহারী আসিয়া নিবেদন করিল, “ভর্তৃদারিকে, ভগবতী কামন্দকী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, অনুমতি হইলে এখানে আসেন,, । মালতী কামন্দকীকে আসিতে অনুমতি করিলেন, প্রতীহারী চলিয়া গেল । মালতী

চিত্রকলক ও বকুলমালা সম্বরণ পূর্বক কামন্দকীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । কামন্দকী অবলোকিতার সহিত প্রাণানোপরি আসিলেন, মালতী সমস্ত্রমে গাত্রোথান পূর্বক কামন্দকীকে প্রণাম করিলেন । কামন্দকী, অভিমত ফল লাভ হইল, এই আশীর্বাদ প্রয়োগ পূর্বক লবঙ্গিকানন্দ আসনে উপবিষ্ট হইলেন ।

লবঙ্গিকা জিজ্ঞাসিল, ভগবতি, আপনার সমুদায় কুশল ? কামন্দকী এক দীর্ঘনিশ্বাস পবিত্যাগ পূর্বক গদগদবচনে বলিলেন, হাঁ, অমনি এক প্রকার । লবঙ্গিকা কামন্দকীর স্বরবৈকুণ্ঠ্যবশে বলিল, ভগবতি, আপনাকে আজ এত বিষণ্ণ দেখিতেছি, কারণ ? । কামন্দকী কহিলেন, বৎসে, আর ছুঃখের কথা কি কহিব, তুমিও কি তা জাননা । দেখ, কামন্দবের অরশীল-শস্ত্রবন্ধন এই অনুপম রূপ-রাশি অসুদৃশ পাত্রে ন্যস্ত হইয়া বিকল হইবে, একি সাধাবণ ছুঃখ ? অমাত্যের কদম্ব কি কঠোর । ঈদৃশ গুণরাশির অপেক্ষা দুবে থাক, অপত্যস্নেহ পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইলেন । তাদৃশ দুর্দর্শন গন্তযৌকন অমা-

ত্যা-নন্দনে এই রত্ন প্রদান করিবেন, রাজার নিকট বাগদান করিলেন; অথবা যাঁহাদিগের মতি সত্তত কুটিল নীতিমার্গে সঞ্চরণ করে, তাঁহাদের কোথায় বা গুণাগুণপরীক্ষা, কোথায় বা অপত্য-স্নেহ। সুতাদানসময়ে নৃপতির নন্দ্যসচিব মিত্র হইবেন এই প্রত্যাশায় তাঁহাকে মালতীপ্রদানে অভিলাষী হইয়াছেন।

কামন্দকীর এই বচন মালতীর হৃদয়ে অনভ্রবজ্জ-স্বরূপ পতিত হইল। তিনি ক্ষণেক কামন্দকীর মুখনিবিক্ষিপ্তলোচনে স্থির হইয়া রহিলেন ও তাঁহার অস্তরের বিস্ময় নয়নযুগল দিয়া ক্ষুণ্ণিত্তি পাইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। আশা-মাত্রে এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, সে আশাও উন্মূলিত হইল। তিনি বিষণ্ণবদনে মৃতপ্রায় হইয়া রহিলেন। লবঙ্গিকা, ঐদৃশ অযোগ্য সমাগম যাহাতে সম্পন্ন না হয়, তন্নিমিত্ত কামন্দকীকে বিস্তর অনুরোধ করিল; কামন্দকী বলিলেন; আমার কি সাধ্য, কুমারীগণের পরিণয়াদি সংস্কার বিষয়ে দৈব ও জনক বাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

আর, শকুন্তলা ছয়ন্ত নৃপতিকে ও উর্ধ্বশী পুরুষ-
বাকে স্বেচ্ছায় করপ্রদান করিয়াছিলেন; এবং বাস-
বদত্তা পিতার অনুমতি উল্লঙ্ঘন পূর্বক সঞ্জয় নৃপ-
তিকে পরিত্যাগ করিয়া উদয়ন রাজার আত্মসমর্পণ
করিয়াছিলেন; এই সকল যে ইতিহাসবাদ আছে,
তাহা সাহসের কার্য্য, উপদেশের যোগ্য নহে ।
অতএব আর কি হইবে, অমাত্য, নন্দনকে স্বমুক্তা
প্রদান করিয়া নির্বৃতি ও কৃতার্থতা লাভ করুন ।

কামন্দকীর এই বাক্য অবশ্যে, মালতী নিতান্ত
হতাশ হইলেন ও গণ্ডে বিস্ফোটকস্বরূপ তাঁহার
মনোবেদনা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । মনে
মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, হা তাত, নরে-
ন্দের পরিতোষই তোমার পরম-প্রার্থনীয়, একবার
মালতীর মুখ চাহিলেন, জনকও একপা হইল ।
সংসারে ভোগভূকাই বলবতী ।

.এদিকে, সন্ধ্যাও সমীপবর্ত্তিনী হইল । অবলো-
কিতা বলিলেন, ভগবতি, মাধবকে অত্যন্ত অনুশ্র
দেখিয়া আসিয়াছি, অধিক বিলম্ব করা উচিত নয়,

আনুন আশ্রমে যাই । এই কথা শুনিয়া লবঙ্গিকা জিজ্ঞাসা করিল, ভগবতি, মাধব কে ? কামন্দকী বলিলেন, বৎসে, সে অনেক কথা, এ সময়ের উপ-যুক্ত নয়; বিশেষতঃ অপ্রাসঙ্গিক প্রস্তাবে প্রযোজন কি; এই কথা বলিয়া কামন্দকী গাত্রোত্থান করিলেন । লবঙ্গিকা অত্যন্ত নির্ভীক-সহকায়ে মাধবের রক্তাস্ত বলিতে কামন্দকীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল । কামন্দকী লবঙ্গিকার সাতিশয় আশ্রমে কহিতে আরম্ভ করিলেন ।

“বৎসে, বোধ হয়, বিদৰ্ভনৃপতির অমাত্য সুগৃহী-তনামা দেবরাতের ডুবনব্যাপিনী খ্যাতি তোমা-দেব শ্রুতিগোচর হইয়া থাকিবে । দেবরাতের নুক্রুতিসমূহে বসুমতী আপনাকে পুণ্যশালিনী বলিয়া স্পর্ধা করেন । বিদৰ্ভ-রাজের প্রজাসন্ততি সেই মহানুভবেরই হস্তনিয়ত হইয়া বিমার্গগামিনী হইতে পায় না । অধিক বাগাভষরে প্রয়োজন কি, তাদৃশ মহাত্মা মর্ত্যলোকে কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় । তীহার মাহাত্ম্য তুরিবনুই সবিশেষ অবগত আ-ছেন । সেই মহা-পুরুষের নুক্রুতিজালের পরিণাম-

স্বরূপ এক পুত্র জন্মে, তাঁহারই নাম মাধব । মাধব
একপ ক্ষমতি, যে যোগাসুমেঘে উপযুক্ত-শিক্ষক-
সমীপে নিয়োজিত হইলে, অল্পকাল মধ্যেই
নিখিল চতুষ্টিকলার পারদর্শী হইয়া গুরুজনের
প্রমোদ প্রদান করিয়াছেন । এখন আত্মশিক্ষার
অধ্যয়ন নিমিত্ত এই নগরে আসিয়াছেন । মাধব
যখন দিবাবসানে বায়ুসেবন নিমিত্ত রাজমার্গে
সঞ্চরণ কবেন, তখন তাঁহার কুবলয়শ্যামমূর্তিদর্শন-
লোলুপ কুল-কুমারীগণের নয়ন-পংক্তিতে সম্মি-
হিত প্রাসাদপবম্পরার গবাক্ষজাল যেন কুবলয়মালা
ভূষিত হয় ” ।

কামন্দকী এইরূপে মাধবের পরিচয় দিতেছেন,
এদিকে সন্ধ্যাকালীন শঙ্খধ্বনি চক্রবাকমিথুনের
নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিগন্ত শব্দান্বিত করিল । কামন্দকী
মালতীর নিকট বিদায় লইয়া সে দিনকার মত আ-
শ্রমে গমন করিলেন । আশ্রমে আসিয়া মাধবের
নিরুটে সেদিনকার বৃত্তান্ত সকল বিজ্ঞাপন করিয়া
তাঁহার উদ্ভিগ্ন চিত্ত কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিলেন ।

মাধব কামন্দকীর চতুর দূতীকার্য্য অবগে বিস্মিত হইলেন।

মালতী জনকের নৃশংসব্যাপারে বিস্মিত হইলেন ও তাঁহার মনে মনে জনকের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মিল। অগৎ ঈদৃশ স্বার্থপর বলিয়া সংসারে জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হইলেন। কামন্দকীর মুখে মাধবের আভিজাত্য, গুণমাহাত্ম্য অবগে তাঁহার ঘোষণাপাত্রে স্বীয় মনোহনুরাগ প্রাঘাত্যব বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। ও মাধবে সমর্পিত চিত্ত অন্যে অর্পণ করিবেন না, কৃতনিশ্চয় হইলেন।

পরদিবস অবধি কামন্দকী নিত্য নিত্য মালতীর সহিত বিশেষ আনুগত্য আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন কথায় কথায় তাঁহাকে আনন্দ করিবার অভিপ্রায়ে কতই কৌশল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কখন স্বকার্য্যসাধনোপযোগী নানাবিধ মনোহর ইতিহাস-বার্তা প্রস্তাব করিয়া মালতীর মন চিত্ত প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা পান; কখন তাঁহার

নন্দনের সহিত ভাবিপরিশ্রমনিবন্ধন স্বর্ণক্ষেত্রে
 স্থানে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কদয়ের অকণ্ঠ ঘেহ
 যাক্ত করেন । ফলতঃ মালতীর মনে ক্রমশঃ একপ
 দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, যে কামন্দকী তাঁহার অকৃত্রিম-
 স্নেহবতী পরমহিতৈষিনী । কামন্দকীর উপর তাঁ-
 হার সাতিশর অজ্ঞা, ভক্তি ও স্নেহ জন্মিল । কাম-
 ন্দকী যা বলেন, তাহাতেই তৎক্ষণাৎ আশ্বা জন্মে
 ও পরমহিতকর বোধ হয় । কামন্দকী, শকুন্তলা
 বাসবদত্তাপ্রভৃতির ইতিবৃত্ত উদ্‌ঘাটিত করিলে,
 মালতী অভিনিবেশ পূর্বক সমুদায় অবগণ করিয়া
 কথা সমাধা, মনে মনে তাহাই আন্দোলন করিতে
 থাকেন; নন্দনে কর-প্রদানের প্রসঙ্গনিবন্ধন অন্তঃ-
 করণের নিগূঢ় বেদনা অভিব্যক্ত করিয়া কদয়ের
 তাদৃশ শল্য উন্মূলনের নিমিত্ত কামন্দকীর নিকট
 প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । কামন্দকীর অনাগমনে
 অত্যন্ত কাতব হন, তাঁহার সন্নিধানে মুগ্ধ থাকেন
 ও তাঁহার "বিদায়সময়ে করছয়ে" তাঁহার কণ্ঠ-
 নিরোধ পূর্বক প্রত্যাগমনের সময় প্রার্থনা করেন ।
 ফলতঃ মালতী কামন্দকীর একান্ত বশতাপন্ন ও
 হস্তগত হইলেন ।

কামন্দকী এখন মালতীর নিকট স্বাতিপ্রায় প্রস্তাবিত করিবার অবসর দেখিতে লাগিলেন । কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী উপস্থিত, সে দিন স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবেন, মানস করিলেন । প্রভাতে মালতীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বৎসে, অদ্য কৃষ্ণ-চতুর্দশী, চতুর্দশীতে স্বহস্তে পুষ্পাবচয়ন পূর্বক শঙ্কর দেবের অর্চনা করিলে সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয়, এই নগরপ্রান্তে কুসুমাকরনামক উদ্যানে শঙ্করদেবেব অধিষ্ঠান, চল, তথায় গিয়া শঙ্করের পূজা করিবে । মালতী তাহাতে সন্মত হইলেন ।

এদিকে, কামন্দকী অবলোকিতার হস্তে, মাধবকে, কুসুমাকরোদ্যানে গিয়া লতাকুঞ্জগহনে লুক্কায়িত থাকিতে, সম্বাদ দিলেন । মাধব কামন্দকীর আদেশা-নুসারে একাকী কুসুমাকরোদ্যানে গিয়া বথানির্দিষ্ট স্থানে গুপ্তভাবে রহিলেন । কামন্দকী অমাত্যের স-ম্মতি লইয়া মালতী ও লবঙ্গিকার সহিত উদ্যানে গমন করিলেন ।

প্রভাতে উদ্যানমধ্যে জাতি জুতি বেল মল্লিকা

প্রভৃতি বিকসিত কুমুমজালের মনোহর সৌভ মন্দ
মন্দ শীতলসমীরণহিলোলে, ইতস্ততঃ সঞ্চাবিত
হইতেছে, মধুপূর্ণমঞ্জরীশোভিত সহকাবশাখায়
কোকিলগণ মধুপানে মত্ত হইয়া কুহুববে যেন স্বীয়
সহচরীর চিত্তানুবর্তন করিতেছে, মধুলুপ্ত মধুকব-
শ্রোণী গুণগুণস্ববে যেন মকরকেতুর জগদ্বিজয়গীতি
অভ্যাস করিতেছে, তরুশাখাহইতে হিমবিন্দু বিস্ত্র-
ত হইয়া ধরণীতল আর্দ্র করিতেছে, বোধ হয়, যেন
তরুগণ মালতীর আধিজনিত শরীরদশা দেখিয়া
সকলগাচিতে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, বনদেবতা যেন
শঙ্করের অর্চনাভিলাষে অনবরত শিশীবাত্রী সেকা-
লিকা বকুল প্রভৃতি পুষ্পসমূহ ভূতলে রাশীকৃত
করিতেছেন । মালতী ঐদৃশ স্থানে পদার্পণ করিতেই
তঁাহার মন্থখপীড়িত চিত্ত বাধিত হইল । তিনিপুজার
নিমিত্ত ইতস্ততঃ পুষ্পচয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন

.

মাধব কুঞ্জব্যবধানে অপবারিতশরীরে মাল-
তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, কুঞ্জের অন্তরাল
দিয়া মালতীর মোহিনী মূর্তি দর্শনে, তঁাহার চিত্ত
প্রবীভূত ও মত্ত, নয়ন পরিভৃগু ও গাত্র স্বেদাচ্ছাদিত পুল

কার্ত্ত হইয়া উঠিল । কলতঃ পুষ্পধন্বা মালতীকপ
কুবনবিজয়ী শত্রু হস্তে করিয়া মদনদহনের সন্নি-
ধানেও মাধবের মনঃক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতে শঙ্কা
করিলেন না ।

ক্ষণেক পরে কামন্দকী মালতীকে সম্বোধন
পূর্বক বলিলেন, বৎসে নিরস্ত হও, আর পুষ্পচরনে
প্রয়োজন নাই । তোমার মুখচন্দ্র মুক্তাসদৃশ স্বেদ-
বিন্দুজালে সুশোভিত, হস্তপদ ম্লান মৃণালীর
ন্যায় ক্লান্ত, বচন স্থলিত ও নয়ন মুকুলিত হইয়া
আসিতেছে । অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ, অতএব আমার
সমীপে উপবিষ্ট হও, আমি একটি কথা বিজ্ঞাপন
করি, অবধান পূর্বক শ্রবণ কর । কামন্দকী এই কথা
বলিলে, মালতী ও লবঙ্গিকা কামন্দকীর সন্নিধানে
উপবিষ্ট হইলেন ও অবহিতচিত্তে কামন্দকীর কথা
শুনিতে লাগিলেন ।

কামন্দকী মালতীর চিবুকোন্নমন পূর্বক বলিতে
আরম্ভ করিলেন । বৎসে, একদা প্রসঙ্গক্রমে অমা-
ত্যদেবরাতের অপত্য মাধবের কথা উদ্ঘাপিত হই-

রাহিল, বোধ হয়, বিস্মৃত হও নাই । মাধব মন্ম-
 'থোৎসবদিবসে দৈবের নির্বন্ধবশতঃ এই মুখশশী
 অবলোকনে মন্মথপীড়ায় অতিকাতর হইয়াছেন ।
 বৎস স্বভাবতঃ বিনয়ী, গম্ভীর, ধীর; তথাপি তাঁহার
 রুদয়সন্তাপ চিত্তের নৈসর্গিকী ধীরতা পরাভূত করি-
 রা আবিভূত হইতেছে । তাঁহার অভিমত প্রণয়ি-
 জনের সহিত সংলাপসুখে ক্লটি নাই, সকললোক-
 প্রমোদন সুশীতল শশিকরেও তৃপ্তি নাই । তাদৃশ
 দুর্দশাশাম সুকুমার শরীব কতিপয় দিবসেব মধ্যেই
 মলিন, পাণ্ডুবর্ণ ও ক্লেশপঙ্কীয় শশিকলাব ন্যায়
 দিন দিন পরিষ্কীণ হইতেছে । এমন কি, সাতিশয়-
 নির্বেদবশতঃ ভারতুতদেহবিসর্জনেও উদ্যত হই-
 য়াছেন । বস্তুতঃ বৎসের জীবনসংশয় ।

কামন্দকী এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, লব-
 ঙ্গিকা বলিল, “ভগবতি, আপনি কথা উত্থাপন
 করিলেন, অতএব আমাবও আর গোপনে প্রয়োজন
 কি । অস্মদীয় ভর্তৃদারিকাও মহাহুতবমাধবনিব-
 দ্বন অনুবাগবিষে তদনুকূপ অর্জ্জরিত হইয়াছেন ।
 প্রথমতঃ গবাক হইতে ভবনাসন্ন নগররথ্যায় তাঁ-

হাকে পরিভ্রম করিতে দেখিয়া প্রিয়সখীর সুকুমার চিত্ত একপ অপকৃত হইয়াছে, যে এই দেখুন এই সেই লাবণ্যময়ী মূর্তি কীদৃশ দশাবিপৰ্য্যায় প্রাপ্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ সেদিন মদনোদ্যানে স্বকীয় রূহোৎসব দর্শন নিমিত্ত শরীরবিশিষ্ট স্বয়ং কন্দর্পেব ন্যায় তাঁহার সবিশেষ দর্শনে ইহাঁব শরীব-সম্ভাপ এতদূর প্রবৃদ্ধ হইয়াছে, যে রজনীতে নিদ্রা নাই, জলাদ্র'কমলিনী-দলবিরচিত শয়নীরে রজনী যাগন করেন । যদি কথঞ্চিৎ নিদ্রা হয়, অমনি স্বপ্নলক প্রিয়সমাগমে পদতলে লাক্ষ্যবাগ স্বৈদজলে প্রক্ষালিত ও বপোলতল পুলকারিত হয়, পরক্ষণেই নিদ্রাভঙ্গে শয্যাভল শূন্য দেখিয়া তুব্বারসিক্ত মৃণালীর ন্যায় মূর্ছাপন্ন হন । এই দেখুন মাধবের স্বহস্তরচিত বকুলমালা জীবনতুলা বোধে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন ও তাঁহার প্রতিকৃতি রুদয়ে স্থাপন করিয়া দিনযামিনী যাগন করেন । আমরা কি করি, কিছুই উপায় দেখি না । দারুণ দৈব কৃতান্ত-ব্যবসারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । পঞ্চশর আর কতদিন এই পেলব শরীরে ক্লেশ দিবেন, বুদ্ধিতে পারি না ।

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমনত সময়ে
 অমাত্য নন্দনের সহোদরা মদনমতিকা, মালতী কাম-
 ন্দকীর সহিত কুম্ভাকরোদ্যানে শঙ্করদেবের অর্চনা
 করিতে গিয়াছেন, অরণ করিয়া উদ্যানে আসিতে-
 ছিলেন, পথে, মঠস্থিত একটা ছদ্দান্ত শাদ্দুল যৌব-
 নোচিত বোধভাবে লৌহপিঞ্জর চূর্ণ করিয়া, তাঁহাকে
 আক্রমণ কবিত্তে ধাবমানহইল । তাঁহাব সহচরী বুদ্ধ-
 রক্ষিতা উর্দ্ধ্বাঙ্গে চীৎকার করিতে করিতে উদ্যানে
 আসিয়া সমাচাব দিল । সকলে সম্ভ্রান্ত হইল, মাধব
 সমস্ত্রমে “ কোথায় কোথায় ” এই বলিয়া
 কুঞ্জগহন হইতে বাহির হইলেন । মালতী সহসা
 মাধবকে দেখিয়া লজ্জায় ভূমিনিহিতনয়নে স্থির হ-
 ইয়া রহিলেন । বুদ্ধবক্ষিতা বলিল, উদ্যানে আসিতে
 ঐ চতুষ্পথস্থে এই দৈবদুর্কিপাক ঘটিয়াছে । মা-
 ধব বিকট বিক্রম প্রকাশ শূরক বহুপরিকরে কবে
 তরবারি ধারণ করিয়া বুদ্ধরক্ষিতাব সহিত গমন
 করিলেন । কামন্দকী, মালতী ও লবঙ্গিকাও তাঁ-
 হার অনুবর্তিনী হইলেন । চতুষ্পথে গিয়া দেখেন,
 মকরন্দ ভূমিনিহিত অসিলতায় নির্ভর করিয়া মোহ-
 মৌলিতনয়নে দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার গাত্র নখ-

প্রহারে ক্ষতবিক্ষত ও সর্বত্র শোণিতধারা বহিতোছে। মদয়ন্তিকা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জাহেন। খজ্রাছিন্ন শাঙ্গিলদেহ ভূতলে শোণিত প্রবাহে লুপ্তিত রহিয়াছে। মাধব বয়স্যকে বিচেষ্টন দেখিয়া মুচ্ছিত হইলেন। সকলে সমস্ত্রম হইয়া উঠিল। কামন্দকী, মাধব ও মকরন্দেব নুখে কমণ্ডলুদক সেক করিলেন। মালতী ও মদয়ন্তিকা বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা বায়ু বীজন করিতে লাগিলেন। ক্রণেক পরে মকরন্দেব মুচ্ছাভঙ্গ হইল ও গাত্রোঞ্ছান করিয়া সম্মুখে মাধবকে মোহিত দেখিয়া “বয়স্য বয়স্য,” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। অনেক ক্রণের পর মাধব সংজ্ঞা লাভ করিলেন। সকলে সানন্দ হইল। কামন্দকী মাধবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বৎস, বয়স্যের জীবিতপ্রত্যাগমনে পরিতুষ্ট হইলে, অতএব” এই উৎসবের সময়ে মালতীকে তোমার প্রীতিদায় প্রদান করা উচিত,,। মাধব বলিলেন, “ভগবতি, ঈদৃশ উৎসবের অনুরূপ, বিশেষতঃ মালতীকে দানযোগ্য কি বস্তু আছে; অতএব আমার হৃদয় ও জীবিত তাঁহাকে অর্পণ করিলাম,,। লবঙ্গিকা, প্রিয়সখী কৃষ্টিচিহ্নে এই প্রসাদ-

দায় গ্রহণ করিলেন, এই বলিয়া মাধবের তৃষ্ণা দায় স্বীকার করিয়া লইল ।

কামন্দকীর মনে মনে অভিসন্ধি ছিল, যে নন্দ-
নের সহোদরা মদযন্তিকাকে মকবন্দেব সহিত গ্র-
ন্থপাশে বদ্ধ করবেন ও প্রতিপ্রার সাধনোদ্দেশ্যে
মদযন্তিকার সহচরী বুদ্ধবক্ষিতাকে তাহাতে নিযুক্ত
করিয়াছিলেন । বুদ্ধবক্ষিতা স্বীয় সখীর নিকটে দিন
দিন কথায় মকবন্দেব নামোল্লেখ ও পবিচয় প্রদান
করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে অনুবাসবীজবপনে রূঢ়-
কার্য্য হইয়াছিল । এমন কি, মদযন্তিকা তদবধি মক-
বন্দকে দেখিতে সাতিশষ সতৃষ্ণ ছিলেন । এখন সেই
মকবন্দ সকলসংসাবগাবভূত স্বদেশ পণ করিয়াও
তাঁহার জীবন দান করিলেন; বুদ্ধবক্ষিতা ইতি
পূর্ব্বক মকবন্দকে দেখাষ্টয়া দিলে, তাঁহার স্নায়
মকবন্দেব অসাধারণ মহত্ব আর্জ হইল ও বাববার
স্মরণযনে মকবন্দেব প্রতি দৃষ্টিগাত করিতে লাগি-
লেন । মকবন্দও অকারণে স্নেহানুভব করিতে
লাগিলেন ।

মাধব, মকবন্দ কিরূপে সহসা তথায় সমাগত হইয়া মদযন্তিকাব প্রাণ-ত্যাগ করিলেন, তাহা জিজ্ঞাসিলে, মকবন্দ বলিলেন; “আমি অদ্য নগরমধ্যে এক অমঙ্গল জনশ্রুতি শ্রবণ পূর্বক তোমার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া এখানে আসিতেছিলাম, পথে দেখি, যে এই কামিনীকে ঐ বিকট শার্দূল আক্রমণ করিতে আসিতেছে। আমি অমনি শার্দূলাভিমুখে ধাবমান হইয়া খজাঘাতে তাহার প্রাণবিনাশ করিলাম,,। এই কথা হইতে হইতে, নন্দনেব অনুচর আসিয়া মদযন্তিকাকে সংবাদ দিল, “যে অদ্য মহারাজ সাতিশয় অনুগ্রহ-সহকারে অমাত্য ভুরিবসুব সহিত অস্মদীয ভবনে আসিয়া অমাত্যকে মালতী প্রদান করিবেন, সর্বসমক্ষে এই বাগ্‌দান করিয়াছেন, সকল স্থিতি হইয়াছে, বিবাহেব দিনস্থিতিও হইয়াছে। এখন তোমার গৃহে আসিতে অমাত্য অনুমতি করিতেছেন,,। মকবন্দ বলিলেন, ঐ জন শ্রুতি আশ্রয়ও প্রতিপথে পতিত হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া মাধব ও মালতী প্রফুল্ল মুখ-শোভা মান হইল। মালতী জীবনাশাব সহিত

মাধবের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন ও মাধবানুরাগ তাঁহার হৃদয়ে যাবজ্জীবন শলাকপে বিদ্ধ বহিল । মাধবের বহুদিবসোপচায়মান আশাতন্ত্র বিসিনী-মুদ্রের ন্যায় একেবাবে ছিন্ন হইল ও মনোব্যথায বিহ্বল হইলেন । মদয়ন্তিকা কুর্টচিন্তে মালতীকে নানা প্রিয়বচনে সভাজন পূর্বক বুদ্ধরক্ষিতার সহিত গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । কামন্দকী, মালতী ও মাধবের বদনকমল ম্লান দেখিয়া প্রবোধবচনে তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন । মাধবকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, “বৎস, ভূরিবনু স্বয়ং তোমা-
 য় মালতী প্রদান করিবেন না, তবে এই মালতীর দানসংবাদ শ্রবণে এত কাতর হইলে কেন । যদি বল ভূরিবনু পূর্বে বাগ্‌দান করিলেন, কি কাপে আ-
 মাদেব অতীর্ষসিদ্ধির সম্ভাবনা, তাহাতে কোন আশঙ্কা নাই । বোধ হয়, তোমাদের ক্রতিগোচর হইয়া থাকিবে, যে রাজা মালতীর পরিণয়েব কথা উত্থাপন করিলেই, ভূরিবনু বলিয়া থাকেন, যে
 “মহারাজ, আপনাব কন্যা আপনি যা কবেন,, ।
 ভূরিবনু এই বচন চাতুর্য্যসম্পন্ন ও অনুতাপক ।
 মালতী মহারাজের কন্যা নয়, ও প্রজাগণের কন্যা

প্রদানে নৃপতির হাত আছে, এমন কোন শাস্ত্রও নাই। মানবগণের আচার ব্যবহার সমুদায় বাক্যের আয়ত্ত ও প্রতিজ্ঞাপালনাপালন পুণ্যাপুণ্য হেতু। যদি তুরিবন্ধু ঈদৃশ চাতুরীযুক্ত বাক্য প্রয়োগ না করিয়া সবলবাক্যে কন্যাপ্রদানের প্রতিজ্ঞা করিতেন, তাহাহইলে তাঁহাকে অবশ্যই তাদৃশ অঙ্গীকার পালন কবিত্তে হইত, কিন্তু তাঁহার বাক্য পর্যালোচন করিবা দেখ, তিনি তাহা অঙ্গীকার কবেন নাই,।

কামন্দকী এইরূপে বিস্তর বুঝাইলেন, মাধব সকলই এবোধবচনমাত্র জ্ঞান করিলেন। যাহা হউক, বেদা অধিক হইয়া উঠিল, কামন্দকী মালতীকে লইয়া অনাত্যভবনে গমন করিলেন। মাধব মকবন্দেব সহিত নিরাশচিত্তে আবারে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুতেই সুরীন্দ্র নন, কি উপায়ে মালতীকে কবপ্রাপ্তে সার্থকজন্মা হইবেন, সত্তত এই চিন্তা তাঁহার মনে আগ্রককরহিল। শাস্ত্রে কবিত্ত আছে, গ্রাম্যানে মহামাংস বিক্রয় কবিলে ইন্দ্ৰলাভ হয়, মাধবেব তাহাতেও প্রবৃত্তি জন্মিল।

দিবাবসান হইল, রজনী উপস্থিত। গগণপ্রান্ত

শ্যামবর্ণ হইতে লাগিল, বোধ হয়, যেন বনুমতী
ক্রমশঃ সাগরজলে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন ।
ক্রমে ক্রমে বাত্যাবেগপ্রসারিত ধূমপুঞ্জের ন্যায
তমোবাশিতে ভুবনতল পরিপূর্ণ হইল । উন্নতানত
ভূভাগ সমতল বোধ হইতে লাগিল ও রথায়
তমোমধ্যে দৃষ্টিপ্রসাব প্রতিহত হইতে লাগিল ।
সকল নিস্তব্ধ হইল । মাধব বামকবে তববারি ও
মন্দিরোন্নয়নমাংসপিণ্ড ধাবণ পূর্বক নগরপ্রাস্তবর্তী
শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন ।

শ্মশানে ভূতপ্রেতগণ কিল কিল কোলাহল শব্দে
কেলি করিতেছে । পিশাচী গণ গাত্রে শোণিতদ্বারা
কুক্কুমবিন্যাস ও অঙ্গজালে করে করসুত্র রচনা কবি
বাছে, এবং পুণ্ডরীকসদৃশ শব্দরূপেব মালা গলায়
দিয়া স্বস্ত্র কাস্তেব সহিত মজ্জাকপস্তুবাপানে মত্ত
আছে । দীর্ঘজঙ্ঘ কৃষ্ণকায় পুতনসনুহ দলবদ্ধ হইয়া
ক্ষুধাতিশয়ে রাশি রাশি নৃমাংস আস্যমধ্যে
প্রদান করিতেছে, সমুদায় গলাধঃকৃত হইতেছেন,
মুখে অতিরিক্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে ও
সমীপবর্তী কুক্কুবগণ সেই মাংস ঘর্ঘরশব্দে ভক্ষণ

করিতেছে। লঘোদর বিবর্ণ দীর্ঘদেহ ভূতগণ
 আসা বাদান পূর্বক প্রকাণ্ড রসনা বিস্তার করিয়া
 দণ্ডায়মান আছে। কোথাও এক শীর্ণকার কোণপ
 স্বীয় অন্ধে শবদেহ স্থাপন করিয়া প্রথমতঃ তাহার
 হাল তুলিয়া তক্ষণ করিল, পরে অংস পাশ্ব
 পৃষ্ঠ হইতে দুর্গন্ধি মাংসপিণ্ড গ্রাস করিল, পরি-
 শেষে কঙ্কালকোটরস্থিত মাংসলবও অবশিষ্ট
 রহিল না। কোথাও পিষাচগণ প্রজ্বলিত চিতা-
 রাশি হইতে মেদঃস্রাবী প্রেতদেহ সমাকর্ষণ
 পূর্বক তাপবিগলিত মাংসরাশি গলাধঃকরণ ক-
 রিয়া, পরিশেষে তাহার অস্থানলকও নিষ্কৃষণ
 পূর্বক মজ্জধারা পান করিতেছে। মাধব শ্মশান-
 ভূমিতে প্রবেশ পূর্বক, “ভো ভো শোণিতমাংস
 প্রিয় কোণপগণ, আমি অকৃত্রিম অশস্ত্রপুত ম-
 হামাংস বিক্রয় করিতে আসিয়াছি, গ্রহণ কর,,
 এই বলিয়া শ্মশানের ইতস্ততঃ ঘোষণা করিতে
 লাগিলেন। ভূতগণ মাধবের শব্দে এক উৎকট
 কোলাহল ধ্বনি করিয়া শ্মশান হইতে প্রস্থান
 করিল।

মাধবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, তাহাতে, তাঁহার মনোরথ সাধনে দৈব নিতান্ত প্রতিকূল বুঝিষা, তিনি মালতীর আশা পরিত্যাগ করিলেন । এবং নিতান্ত ভয়চিন্তে আবাসে প্রত্যাগমন করেন, এমত সময়ে শ্মশানপ্রতিষ্ঠিত করালা দেবীর মন্দিরাভিমুখ হইতে, ‘হা অম্ব, হা তাত নিষ্করণ, ইত্যাকার করুণধ্বনি তাঁহার অন্তিগোচর হইল । শ্মশানমধ্যে রজনীতে বিকল-কুররীধ্বনির ন্যায় তাদৃশ করুণানাদ শ্রবণে, তাঁহার চিত্ত উদ্ভিগ্ন ও কল্পিত হইল । বোধ হইল, পূর্বে যেন কখন ঐ প্রকার কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল । বাহাহউক, তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া করালার মন্দিরাভিমুখে চলিলেন । কিয়ৎদূর গিয়া দেখেন, মালতী বধ্যবেশে দেবীর সম্মুখে কল্পিতকলেবরে * দণ্ডায়মান আছেন । তাঁহার রক্তবস্ত্র পরিধান, গলে অপামালা, অনবরত “হা.তাত নিষ্করণ, আমাছারা নরেশ্বের চিন্ত্তোষ করিবে, মানস করিয়াছিলে, অদ্য তোমার সে আশা বিফল হইল; হা অম্ব স্নেহময় হৃদয়ে, দৈবের বিষম ব্যাপারে বঞ্চিত হইলে; হা

মালতীময়জীবিতে ভবগতি, তুমি সত্ত্ব মালতীর কল্যাণানুষ্ঠানেই ব্যাপ্ত ছিলে, এখন তোমার মোহপরাজুখ চিত্তও সাংসারিক দুঃখে ব্যথিত হইবে; হা প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, এখন স্বপ্নেই আমার দর্শন পাইবে, হা দয়িত নাথ মাধব, আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিলাম বলিয়া আমার বিস্মৃত হইও না, যে বল্লভ-জনের চিত্তে সতত আগ্রহ থাকে, তাহাকে উপরত বলা যায় না,, এই প্রকাব আৰ্ত্তনাদে রোদন করিতেছেন। কপালমালাভূষিতা জটাধারিণী এক যোগিনী তাঁহার পাশে দণ্ডায়মান আছেন ও এক যোগী খঞ্জ হস্তে দেবীর স্তুতিপাঠ করিতেছেন।

যোগী, “চামুণ্ডে, যন্ত্রসাধনারস্ত্রে উদ্ভিষ্ট পূজা গ্রহণ করুন,, এই বণিয়া খঞ্জোত্তোলন করিতেই মাধব ক্ষতপদসঞ্চারে অগ্রসব হইয়া খঞ্জতল হইতে মালতীকে আচ্ছন্ন পূর্বক স্বীয় একোষ্ঠে গ্রহণ করিলেন। যোগী স্বীয় উদ্যমের ব্যাঘাতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া আরম্ভনেত্রে মাধবের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক বলিলেন; ‘রে ব্রাহ্মণবাল, তুই

ব্যাঘ্রকবলপতিত মৃগী'র আৰ্ত্তনাদ শ্রবণে দয়া-
 ত্র'চিতে সাহসপূৰ্ব্বক তাহার প্রাণরক্ষা করিতে
 অগ্রসর হইয়াছি' ; ভাল, আয়, অগ্রে তোরই
 শিরশ্ছেদনপূৰ্ব্বক ভূতজননী'র অৰ্চনা করি ।
 মাধব বলিলেন, ' রে ছুরাঅন্পাষণ্ড । অদ্য সং-
 সার অসাব, লোক আলোকশূন্য, কন্দর্প দর্পহীন,
 ও জগৎ জীর্ণারণ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি' ;
 মালতী ত্রিভুবনের রত্ন, মালতী বিনা বান্ধবজনের
 জীবন থাকিবে না । দেখ, যে স্নকুমার শরীর
 পরিহাসের সময় সখীগণের কুমুমতাডনেও ব্যা-
 ধিত হয়, তাহাতে কঠোর শাস্ত্রক্ষেপে উদ্যত
 হইয়াছি', আমি এক্ষণেই তোর ইন্দ্রশ উৎকট
 পাপের অনুকূপ দণ্ডবিধান করিব ।

উভয়ের এইরূপ বহুবিধ বাগ্মিত গুণ হইতেছে,
 এ দিকে মালতীকে অন্বেষণ করিতে এক দল
 সেনা কামন্দকীর আদেশানুসারে শ্মশানের
 চারি দিক অবরোধ করিল । মাধব মালতীকে
 তাহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যোগীর'সহিত রণ-
 ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন । অনেক ক্ষণ বোরতর
 সংগ্রাম হইল, মাধব অশেষবিধ যুদ্ধকৌশল ব্যক্ত

করিলেন, পরিশেষে মাধবের শত্রু প্রহারে যোগীর
 প্রাণবিয়োগ হইল। যোগী পূর্বে করালায়তনে
 মন্ত্রসাধন করিতেন, তাঁহার নাম অঘোরঘন্ট।
 অঘোরঘন্ট মন্ত্রসাধনে প্রবৃত্ত হইবার সময়, করা-
 লার আদেশ হয় যে, মন্ত্র সিদ্ধ হইলে তাঁহার
 নিকট এক যোষারত্ন বলি প্রদান করিতে হইবে।
 যোগীর মন্ত্র সিদ্ধ হইল, তিনি দেবী পূর্বো-
 পযাচিত স্ত্রীবত্ন আচরণে স্বীয় শিষ্যা রূপালকুণ্ড-
 লাকে অনুমতি করিলেন। যোগিনী, মালতী
 দেবীর মনোমত হইবে. মনে মনে এই লক্ষ্য
 করিলেন ও চতুর্দশীতে রাত্রিযোগে মালতীকে
 প্রাসাদোপরি নিদ্রিত দেখিয়া তদবসরে আকাশ-
 মার্গে তাঁহাকে শ্মশানে আনিয়াছিলেন। এখন
 যোগিনী গুরু প্রাণসংহারে সশঙ্ক হইয়া তথা হ-
 ইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু যেকাশে পারেন
 মাধবের অপকাব করিতে সতত অভিনিবিষ্ট
 রহিলেন। যাহায়া মালতীকে অন্বেষণ করিতে
 আসিয়াছিল, তাহার। মালতী প্রাপ্তে সানন্দচিত্তে
 মাধবের বিস্তর স্তুতিবাদ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান
 করিল। মাধবের মালতীর করলাভের আশা অদ্য

পরিসমাপ্ত হইল, তিনি তথ্যচিত্তে আবাসে প্র-
ত্যাগমন করিলেন ।

প্রায় মাসাতীত হইল, মালতীর বিবাহের দিন
উপস্থিত । মালতী দেখিলেন, অদ্য পিতার মনো-
রথ পূর্ণ হইবে, কোনরূপে নিস্তার নাই । তিনি
আপনার হতজীবন বিসর্জনে কৃতনিশ্চয় হই-
লেন । কিন্তু সখী ও স্বজনবর্গ সতত পার্শ্ববর্তী,
কোনরূপে আপনার অধ্যবসায় সাধনের সুযোগ
পাইলেন না । অপরাহ্নে, কামন্দকী শুভ পরি-
ণয়ে বিশ্ব দূর করিবার নিমিত্ত মালতীকে লইয়া
নগরদেবতা অর্চনা করিতে যাইবেন, তাহার
উদ্যোগ হইতে লাগিল । অনুচরগণ ছত্র চামর
হস্তে সজ্জীভূত হইল । মঙ্গলমৃদঙ্গধনি সজলজলদ-
নাদ অনুকরণ করিতে লাগিল, বাবয়োবাগণ এক
এক করিণী আরোহণপূর্বক মঙ্গলগীতি আরম্ভ
করিল । মালতী মনোহর বস্ত্রালঙ্কার পরিধান
পূর্বক করেণুকাষ আরোহণ করিয়া কামন্দকী ও
লবঙ্গিকার সহিত নগরদেবতামন্দিরাভিমুখে বাত্রা
করিলেন ।

মাধবের সহিত কামন্দকীর কথা ছিল, যে তিনি

দিবাবসানে মকরন্দের সহিত নগরদেবতামন্দিরে অবস্থিতি করিবেন । মাধব কামন্দকীর আদেশানুসারে মকরন্দের সহিত দেবগৃহে মালতীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, কামন্দকীর নীতি কলঘতী হইবে কি না, এই চিন্তায় তাঁহার চিত্ত দোলায়মান হইতেছে । কামন্দকী মন্দিরের নাতিদূরে উপস্থিত হইয়া তথায় মালতীর অনুচরবর্গ সম্মিবেশ পূর্বক কেবল মালতী ও লবঙ্গিকার সহিত মন্দিরাতিমুখে গমন করিলেন । মন্দিরের সমীপে উপস্থিত হইয়া মালতী করেণুকা হইতে অবরোহণ করিলেন । কামন্দকী তাঁহার করধাবণ পূর্বক মন্দিরের উপর উঠিলেন । এ দিকে সন্ধ্যাও উপস্থিত হইল, চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল । এমন সময়ে ভূরিবস্তুর প্রতীহারী আভরণপেটক, কুমুম ও চন্দন হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া কামন্দকীকে নিবেদন করিল, “ভগবতি ! মহারাজ ভর্তৃদাক্ষিকার ভূষার নিমিত্ত এই আভরণজাল অমাত্যের নিকট প্রেরণ করিয়া ছিলেন ; অমাত্য, ইহাকে আপনি এই স্থানেই ভূষিত করিবেন বলিয়া, এই সকল আপনার নিকট

প্রেরণ কবিষাছেন । এই সর্বাঙ্গের আভরণ ও মৌক্তিকহার, এই ধবলাংশুক চোলক ও উত্তরীয়, এই কুম্ভ ও চন্দন ।” কামন্দকী সমুদায় গ্রহণ করিলেন, প্রতীহারী প্রস্থান করিল । কামন্দকী মালতীকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, ‘বৎসে ! তুমি লবঙ্গিকার সহিত মন্দিরে প্রবেশপূর্বক দেবতাপূজা সম্পাদন কর, আমি ততক্ষণ শাস্ত্র-সম্বাদপূর্বক কোন্ কোন্ আভরণ বিবাহসময়ে পরিধানযোগ্য ও মঙ্গলকর, তাহা নিশ্চয় করি, এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।

লবঙ্গিকা মালতীর সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিল ও তাঁহার নিকট কুম্ভ ও চন্দন হস্তে করিয়া দেবতাপূজা করিতে নিবেদন করিল । মালতী বলিলেন, সখি ! দৈবদুর্ব্যবসায়দন্ধ চিন্তে আব কেন ক্ষারক্ষেপ কর । যাহা হউক, আর গোপনে প্রয়োজন কি ? আমি এ হতজীবন বিসর্জন দিয়া নির্বাণ হইব, দুঃখনিশ্চয় হইয়াছি । শৈশবাবধি তোমার সহিত একত্র পীংশুজীড়া, সতত একত্র সহবাস ও তাহাতে তদবধিই এত দূর বিপ্রস্তু বৃদ্ধি হইয়াছে, যে তোমাকে স্থায় স-

হোদরা জ্ঞান করি । এখন তোমার নিকট এই প্রার্থনা, যে আমি লোকান্তর গমন করিয়াছি, অবশ্য করিয়া জীবিতপ্রদারি মাধবের তাদৃশ শরীর-রত্ন বাহাতে বিনষ্ট না হয় ও সংসারে উদাসীনা না জন্মে, তাহা করিবে, তাহা হইলেই যথেষ্ট কৃতার্থ হই ; এই বলিয়া রোদন কবিত্তে লাগিলেন ।

লবঙ্গিকা বলিল, সখি । এ সকল অমঙ্গল কথায় প্রয়োজন নাই ; তোমার বিশ্ব দূর হউক, দেবতাপূজা কর । মালতী বলিলেন, সখি । তোমাদের মালতীর জীবনই প্রিয়তর, মালতী প্রার্থনীয় নহে ? চিরকাল তাদৃশ আশা প্রদান কবিয়া এখন ঈদৃশ ক্রুদ্ধে পাতিত্ত করা সখীজনের উচিত নয় । বাহা হউক, এখন পরোক্ষে সেই মহাশ্মার গুণকীৰ্ত্তন পূর্ব্বক জীবন পরিত্যাগ করিব, এ অধ্যবসায়ে তোমার অপরিপস্থিতি হইতে হইবে, এই বলিয়া লবঙ্গিকাবচরণে পতিত হইলেন । মাধব সেই স্থলে গুপ্তভাবে ছিলেন, লবঙ্গিকাঃইত্যবসরে মাধবকে সংজ্ঞাপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া আপনি তথা হইতে সরিয়া গেল । মাধব অগ্রসর হইয়া

লবঙ্গিকার স্থানে অবাস্থিত হইলেন । মালতী গীত্রোপস্থানপূর্বক বলিলেন ‘সখি ! আমার এই কয়েকটী কথা সে মহাত্মাকে কুঁতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিবে । ‘আমি কখন স্বচ্ছন্দে সম্পূর্ণশশি-মণ্ডলমনোহর তাঁহার বদন সন্দর্শনপূর্বক লোচনোৎসব প্রাপ্ত হইলাম না, কেবল নিরন্তর রূখা মনোরথ সহস্রে হৃদয় উদ্বেগোন্মথিত হইয়াছে ; চন্দ্রাতপে তাপশাস্তি দুবে থাক্, প্রত্যুত শরীর-সম্ভাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও মলয়মারুতে হৃদয়ানল উদ্দীপিত হইয়াছে ; পবিশেষে নিতান্ত নিরাশা হইয়াছি’ । তুমি, প্রিয়সখি, আমায় সতত স্মৃতি-পথে স্থান দিবে ও মাধবের স্বহস্তরচিত এই বকুলাবলী মালতীর জীবনতুল্য বোধে নিবন্তর হৃদয়ে ধারণ করিবে’’ । এই বলিয়া আপনার কণ্ঠ হইতে মালা অবতারণ পূর্বক মাধবের কণ্ঠে অর্পণ করিলেন । মালা প্রদান করিয়াই, লবঙ্গিকা সরিয়াছে, অন্যের গলে মালা দিলেন, বুঝিতে পারিলেন ।

মালাস্পর্শে মাধবের গাত্র যেন হরিচন্দনের বসে অভিষিক্ত, অথবা চন্দ্রকান্ত মণির নিষ্যন্দে

আদ্র হইল । তিনি সানন্দচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, “অগ্নি কাতরে । তুমি একাকীই এত দুঃসহ ব্যথা অনুভব করিয়াছ, এমন নয় । আমিও সঙ্কল্পলব্ধ ত্বদীয় সমাগমে কথঞ্চিৎ আধিব্যাথা বিনোদন করিয়াছি ও আমাতে তোমার ঈদৃশ স্নেহ অবগত হইয়াই জীবন ধারণ করিয়া আছি । মালতী মাধবের বাক্য শ্রবণে সাধুসভরে কিঞ্চিৎ দূরে অপস্থত হইলেন । সেই সময়ে কামন্দকী ‘পুত্রি এ কি।’ এই বলিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন । মালতী সঙ্কল্পকলেবরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন । কামন্দকী কহিলেন, “বৎসে । জড়তা পরিত্যাগ কর, যাঁহার নিমিত্ত এতদিন বিষম মর্শ্ম-ব্যথায় কাতর হইয়াছিলে ও যিনি তোমার পাণিগ্রহণে নিতান্ত উৎসুক হইয়া কতই ছুফর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইনি সেই যুবা” । এই বলিয়া মাধবকে সন্মোদন পূর্বক বলিলেন, “বৎস । মালতী-ভুবনপ্লাঘ্য সুরিবম্বর একমাত্র দুহিতা ; যোগ্যসমাগমরসিক বিধাতা, ভগবান্ মঙ্গল ও আমি তোমায় প্রদান করিলাম ।

এইরূপে মালতী ও মাধবের চিরবাহিত

পরিণয় সুসম্পন্ন হইল । মন্দিবেব পশ্চাদ্বর্তী
উদ্যানবাটিকায় অবলোকিত। বৈবাহিক দ্রব্যস-
মূহ আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন, কামন্দকী
মাধবকে, তথায় গিয়া মাস্তুলিক কৰ্ম্ম সম্পাদন
করিতে, অনুমতি করিলেন ও যাবৎ মকরন্দ ও
যদযন্তিকা তথায় গমন না করেন, তাবৎ তথায়
অবস্থান করিতে বলিয়া দিলেন । রাজপ্রেমিত
ভূষণ ও বসনে মকরন্দকে মালতী সাজাইয়া
দিলেন । মাধব কামন্দকীর বচনানুসারে যথা-
নির্দিষ্ট স্থানে মালতীর সহিত গমন করিলেন ।
কামন্দকী মালতীবেশী মকরন্দ ও লবঙ্গিকা
সহিত মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া মালতীর অনু-
চরণ সমভিষাহারে অমাত্যভাবে প্রত্যাগমন
করিলেন ।

নন্দন বরবেশে নৃপতি ও আত্মীয়বর্গ সমভি-
ষাহারে ভূরিবসুর ভবনে সমাগত হইলেন ।
ভূরিবসু শুভলগ্নে নন্দনকে মালতী সম্প্রদান
করিলেন । বর ও কন্যা অন্তঃপুরে নীত হইল ।
কামন্দকী ও তদনুযায়ী মালতীর সখীগণ কৌশ-
লক্রমে মালতীবেশী মকরন্দকে সে রাত্রি গোপনে

রাখিল, কেহই কামন্দকীর চাতুৰী উদ্বেদ করিতে সমর্থ হইল না । স্ত্রীগণের আমোদপ্রমোদে মে রাজি অতিবাহিত হইল । প্রভাতে ভূরিবস্তু স্বীয় ভূতির অনুকূপ সমারোহে বর ও কন্যা বিদায় কবিলেন । কামন্দকী ও লবঙ্গিকা মালতীর সঙ্গে চলিলেন ।

নন্দন মালতীলাভে প্রফুল্ল হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ; নানা মঙ্গলবিধান অনুষ্ঠান পূৰ্ব্বক বর ও বধূ গৃহে নীত হইল । কামন্দকী বুদ্ধরক্ষিতার উপর মালতীবেশী মকরন্দের তার সমর্পণ পূৰ্ব্বক নন্দনকে সভাজন করিয়া আশ্রমে গমন করিলেন । লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতা দিবাভাগে ছলক্রমে মকরন্দকে গোপনে রাখিল । অপরাহ্নে-নন্দন মালতীর চিত্তানুবর্তন করিতে তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন । প্রথমতঃ মালতীকে সপ্রেম সম্ভাষণ পূৰ্ব্বক নানা প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । মালতী যেন লজ্জাবশতই এক পার্শ্বে অবগুণ্ঠিতবদনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন । নন্দন মালতীর পাদবন্দন পর্য্যন্তও করিলেন, তথাপি মালতী বদনোত্তোলন করিলেন না । পরিশেষে

নন্দন বলপূর্ব্বক মালতীর অবগুষ্ঠন অপসারিত করিতে উচ্ছান্ত হইলে, মালতীবেশী মকরন্দ তাঁহার হস্তে হস্তাঘাত করিলেন। নন্দনের, তাদৃশ প্রত্যাদেশে বৈলক্ষ্য ও রোধবশতঃ, অধর ক্ষুরিত, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি, ‘তুই কোমারবন্ধকী, তোর মুখাবলোকন করিতে চাই না’ এই বলিয়া ক্রোধভরে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময়, নন্দনেব পরিণয়োপলক্ষে নন্দনের ভবনে অকালে কোমুদীমহোৎসব প্রবর্তিত হইল। সকল পরিজন উৎসবে উন্মত্ত ও আকুলীভূত হইল। বুদ্ধরক্ষিতা সেই সময় মদযান্ত্রিকাকে আনিয়া মকরন্দের সহিত সঙ্গত করিবে, অতিসন্ধি করিয়া, নন্দন ও মালতীর বিবাদবৃত্তান্ত মদযান্ত্রিকার নিকট নিবেদন পূর্ব্বক মালতীর অনুনয়ার্থ তাঁহাকে মালতীর নিকট আনয়ন করিল। মকরন্দ উত্তবীষাপবারণিত শরীরে শয্যা-তলে নিদ্রাচ্ছলে শয়ান আছেন, লবঙ্গিকা পার্শ্বে উপবিষ্ট আছে। মদযান্ত্রিকা মালতীর গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক মালতীর নিদ্রাতঙ্গ করিতে উপক্রম

করিতেই, লবঙ্গিকা নিবারণ পূৰ্ণক বলিল, সখি। মালতী মনোদুঃখে নিতান্ত অসুস্থ আছেন, এই মাত্র তদ্রূপত হইলেন, নিদ্রাতঙ্গ করো না ।

অনেক শয্যাশ্রান্তে উপবেশনপূৰ্ণক প্রতীক্ষা কর'। মদয়ন্তিকা তথায় উপবেশন করিলেন ও লবঙ্গিকাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'সখি। মালতীর মনোদুঃখের কারণ কি? লবঙ্গিকা বলিল, সখি। তোমাব জ্যেষ্ঠ যে সুরসিক তাহাতে মালতীর মনোদুঃখ নিতান্ত অসম্ভব নয়। মদয়ন্তিকা বুদ্ধ-রক্ষিতাকে সন্মোদনপূৰ্ণক বলিলেন, সখি। বিপ-রীত দেখিলে। বুদ্ধবক্ষিতা বলিল, সখি। বিপরীত নয়, দেখ, অমাত্য মালতীর চরণানত হইলেও, মালতী লজ্জাধিক্য প্রযুক্তই তাঁহাকে তাদৃশ প্রত্যাদেশ করিবাছেন। মালতী নববধূ, তাহাতে তাঁহাকে উপালম্ব করা যায় না। বিশেষতঃ যোষা-জাতি কুমুমসধর্মা, অতিসুকুমার পদ্ধতি অবলম্বন পূৰ্ণক তাহাদিগকে আযত্ত করিতে হয়। লবঙ্গিকা রোদন করিতে করিতে বলিল, 'সখি। সকলেই কুলকুমারীগণের করগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই দুঃসহ কটুবাক্যানলে দগ্ধ করে না। ঐদৃশ

অসহ্য হৃদয়শল্য আমরণ কখনই বিন্মৃত হইবার নয় । ইহাতে পতিগৃহবাসে নিতান্ত বিরাগ জন্মে ও এইনিমিত্তই শ্রীজগন্নাথ বান্ধবজনের নিতান্ত স্নেহাস্পদ' ।

লবঙ্গিকা এই কথা বলিতে, মদযন্তিকা বুদ্ধ-রক্ষিতার মুখে, নন্দন মালতীকে কৌমারবন্ধকী বলিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া কর্ণে হস্তার্পণ ও লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন । ক্ষণেক পরে বলিলেন, 'যাহা হউক, যদিও আমার ভ্রাতার দোষ হইয়া থাকে, তথাপি তিনি স্বামী বলিয়া তাঁহার চিত্তমোদন করা তোমাদের উচিত । বিশেষতঃ তিনি যে কটু কথা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে; মালতীর মাধবে অনুরাগবিষয়ক লোকাপবাদই তাহার মূল । যাহা হউক, প্রিয়সখি । এখন যাহাতে ভ্রাতার হৃদয় হইতে ঈদৃশ অপক্ষাতিনিবৈশ দূরীকৃত হয়, তাহাতে সর্বথা যত্নবতী হইবে, মিতুবা মহাদোষের কথা' ।

লবঙ্গিকা বলিল, 'সখি । বৃথা লোকাপবাদ শ্রবণে তোমারও তাহাতে আস্থা জন্মিয়াছে, ও

কথায় আর উত্তর দেওয়া উচিত নয়'। মদয়ন্তিকা বলিলেন, 'লবঙ্গিকে। কোপের বিষয় নয়, বল দে'খি। সে দিন কুসুমাকরোদ্যানে মালতী ও মাধবের স্নেহমধুর অন্যান্য দৃষ্টিসংভেদ ও মালতীর দান-বৃত্তান্ত অবগে উভয়ের ম্লান মুখকমল কে না লক্ষ্য করিয়াছে। বিশেষতঃ সে মহানুভব মূর্ত্যভঙ্গে মাধব মালতীকে হৃদয় ও জীবিত প্রীতিদায়স্বরূপে অর্পণ করিলেন, তুমিও, শ্রবসখি। তাহা স্বীকার করিয়া লইলে।

এই কথা বলিতেই লবঙ্গিকা বলিল, সখি। কোন্ মহানুভাব মূর্ত্যভঙ্গের কথা বলিলে? মদয়ন্তিকা বলিলেন, 'মনে নাই, যিনি সকললোকসারভূত স্বকীয় জীবনও পণপূর্বক শাদ্দূলগ্রাস হইতে আমার প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন'। এই বলিতে বলিতে তাঁহার গাত্রে পুলকরাজি আবির্ভূত হইল। লবঙ্গিকা বলিল, 'বুঝিয়াছি, মকরন্দের কথা বলিতেছ। যাহা হউক, মালতীর উপর যে দোষারোপ করিলে, ভাল, তাহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু তুমি কুলকুমারী, মকরন্দের কথায় তোমার গাত্র কেঁন রোমাঞ্চিত হইল।

মদয়ন্তিকা লজ্জাবনতবদনে বলিলেন, ‘সখি। আমায় উপহাস কর কেন, সে আত্মনিরপেক্ষ পরোপকারির নামস্মরণেও আমার চিন্তা প্রীতিপূর্ণ হয়’। লবঙ্গিকা বলিল, ‘আর ছলে প্রযোজন কি, আমরা সমুদায় জানি, এখন কিরূপে সময় অতিবাহন করিতেছ, বল, এস, বিশ্রান্তগর্ভ কথায় মুখে কালযাপন কবি’। বুদ্ধরক্ষিতাও তাহাতে সন্মতি প্রদান করিল।

মদয়ন্তিকা দেখিলেন, আর সম্বরণেব উপায় নাই, বুদ্ধরক্ষিতাও লবঙ্গিকার মতে মত প্রদান করিল, অগত্যা এতদিনের মনের কথা অভিব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ‘সখি। প্রথমতঃ বুদ্ধরক্ষিতার মুখে সেই মহাত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার অভিলাষে চিন্তা নিতান্ত অস্থির ও উদ্বেগে আকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর বিধিনিয়োগবশতঃ সে দিন কুমুমাকরোদ্যানে তাঁহার মনোহর রূপ দর্শনে হৃদয়রাগ এত দূর বিজৃম্বিত হইয়াছে, যে অন্তঃকরণেব সান্ত্ব্য তাব উন্মথিত হইয়াছে; একান্ত বিনোদনবিহীন ও অশরণ হইয়াছি। এখন এ হতজীবনের শেষ হইলেই

নির্বৃতি প্রাপ্ত হই, কেবল বুদ্ধবক্তিতাই প্রত্যাশা প্রদান করিয়া তাহাতে পরিপন্থিনী হইয়াছে। মনে মনে অবিরত মনোরথজ্বালে উগ্ৰত হইয়া সতত স্বপ্নে ও সঙ্কল্পে তাঁহারই মনোহর বপুঃ অবলোকন করি, তদবসবে উভয়ে কতই মনো-মত সুখে মত্ত থাকি, কিন্তু মন্দভাগিনীর মুখ কতক্ষণ, তৎক্ষণাৎ জীবলোক শূন্যারণ্যসদৃশ প্রতীত হয়' ।

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এদিকে দ্বিতীয়-প্রহরসূচক পটছন্দনি উপস্থিত হইল । মদযন্তিকা রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া, নন্দনকে আনিয়া মালতীর উপর অনুনীত করিবেন, এই মানসে গাত্রোপ্থান কবেন, অমনি মকবন্দ মুখাবরণ উদ্ঘা-টনপূর্বক তাঁহার হস্তধাবণ করিলেন । মদয-ন্তিকা, মালতীর বুঝি নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, মনে করিয়া নেত্রপাত পূর্বক মকবন্দকে দেখিয়া সাক্ষ-সভরে বিহস্ত হইয়া উঠিলেন । বুদ্ধবক্তিতা বলিল 'সখি । এতক্ষণ ঘাঁহাব কথা কহিতেছিলে , এই সেই তোমার হৃদয়বল্লভ । এখন নিশীথসময়, সকল পরিজন উৎসবে ক্লান্ত হইয়া প্রসুপ্ত হই-

যাচ্ছে । চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নৃপূর উৎ-
ক্ষেপ কর, এস, মালতী ও মাধব যথায় আছেন,
তথায় গমন করি' । মদযন্তিকা সহসা মালতী ও
মাধবের পরিণয়সংবাদ শ্রবণে বিস্মিত হইলেন
ও নন্দন কিক্রপে বঞ্চিত হইলেন বুদ্ধিরক্ষিতার
মুখে সবিশেষ অবগত হইয়া অশ্রুপাত করিতে
লাগিলেন ।

তদনন্তর সকলে পক্ষদ্বাব দিয়া অমাত্যবেশ্য
হইতে বহির্গত হইলেন ও রাজমার্গ দিয়া,
মালতী ও মাধব যে উদ্যানে আছেন, তদভিমুখে
গমন করিলেন । পথে যাইতে যাইতে রাজ-
প্রাসাদের নিকট নগররক্ষী পুরুষগণ তাঁহাদিগকে
অভিযোগ করিল, ও তথায় গোলযোগ হইতে
হইতে মহা জনসম্মত উপস্থিত হইল । এদিকে
নিশানাথ রজতরজ্জুসদৃশ বশ্মিজাল প্রসারণপূর্বক
তমোরাশি ভেদ করিতে আবৃত্ত করিলেন ।
নৃপতি মহাকলরবে, বৃত্তান্ত কি, দেখিতে সোধো-
পরি আকট হইলেন ও সমুদায় বৃত্তান্ত সবিশেষ
শ্রবণ করিয়া রোষভরে তাঁহার নয়ন আরক্ত,
অধর ক্ষুরিত হইতে লাগিল । ভূরিবহু ও নন্দনও

তথায় উপস্থিত হইয়া রক্তাস্ত জানিয়া লজ্জায়
 অবনতবদন ও ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন । মক-
 রন্দ এইরূপ গোলযোগ হইবার অগ্রেই মদযন্তি-
 কাকে লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার সহিত মাধবের
 নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । মাধব দীর্ঘিকাতটে
 কেতকরজ্জোবাহী মলমাকতহিল্লোলে চন্দ্রাতপে
 মালতীর সহিত রসপ্রসঙ্গে কালহরণ করিতেছি-
 লেন, সহসা লবঙ্গিকার মুখে বরস্যের বিপত্তির
 বিবরণ শ্রবণে আপনার নৈসর্গিক সমযোচিত
 পুরুষকার আবিষ্কারপূর্বক মকরন্দের আনুকূল্য
 করিতে গমন করিলেন । মালতী, লবঙ্গিকা,
 মদযন্তিকা ও বুদ্ধরক্ষিতা এই উদ্যানে অবস্থিতি
 করিতে লাগিলেন । মাধব দ্রুতবেগে জনতা-
 মধ্যে প্রবেশ করিয়াই এক জন মলের হস্ত হইতে
 তীক্ষ্ণ তরবারি ও অন্যান্য শস্ত্র বলপূর্বক গ্রহণ
 করিয়া অসাধারণ পৌরুষ প্রকাশ করিতে লাগি-
 লেন । ক্ষণকাল বোরতর যুদ্ধ হইল, মাধব
 একাকী অশেষবিধ রণনৈপুণ্য সহকারে মলদি-
 গকে পরাজিত করিলেন ।

নৃপতি মাধবের অসাধারণ পৌরুষে সন্তুষ্ট

হইয়া বিরোধ নবাবণের অনুমতি করিলেন ;
 ও মাধব ও মকরন্দকে আপনার নিকট সোধো-
 পরি আনা হইয়া মাধবের বিস্তারিত স্তুতিবাদ করিতে
 লাগিলেন । অনন্তর কলহংসকের মুখে উভয়ের
 পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মাধব ও মকরন্দের যৎপবো-
 নাস্তি বহুমান করিলেন । ভূরিবস্তু ও নন্দনকে
 নানা মধুরবচনে বুঝাইয়া তাঁহাদের বৈলক্ষ্য ও
 কোপশাস্তি করিলেন । মাধব ও মকরন্দ তখন-
 কার মত নৃপতির নিকট বিদায় লইয়া উদ্যানে
 গমন করিলেন ।

তাঁহারা উদ্যানে প্রবেশ পূর্বক দীর্ঘকাতটে
 আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না । ইত-
 স্তুতঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । লতাটিপ-
 মধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে লবঙ্গিকা ও মদয়-
 স্তিকার সহিত সাক্ষাৎ হইল ; মাধব ব্যগ্রস্বরে
 তাঁহাদের নিকট মালতীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে
 মদয়স্তিকা বলিলেন, ‘মহাভাগ’ আপনি উদ্যান
 হইতে বহির্গত হইতেই মালতী আপনাকে সাব-
 ধান করিতে লবঙ্গিকাকে আপনার নিকট প্রেরণ
 করিলেন ও ভগবতী কামন্দকীর নিকট সমাচার

দিতে বুদ্ধরক্ষিতাকে পাঠাইলেন । ক্ষণেক পরে লবঙ্গিকার বিলম্ব দেখিয়া ঔৎসুক্যপ্রযুক্ত লবঙ্গিকাকে দেখিতে অগ্রসর হইলেন, আমি দীর্ঘিকা-তটেই উপবিষ্ট রহিলাম । কিঞ্চিৎ পরে আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া আর তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাই না । এখন আমরা অন্বেষণ করিতেছি, আপনারাও উপস্থিত হইলেন' ।

মাধব এই কথা শুনিয়া শোকাকুলচিত্তে বি-
হ্বল হইয়া সংসার শূন্য দেখিতে লাগিলেন ও
তাঁহার কপোলযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল ।
মকরন্দ বলিলেন, 'বয়স্ক । স্থির হও ; কামন্দকীর
নিকট যাইবারও সম্ভাবনা আছে' । পরে সকলে
কামন্দকীর আশ্রমে গমন করিলেন ; কিন্তু সে-
খানেও দেখিতে পাইলেন না । কামন্দকী মাল-
তীর সহসা অদর্শনবৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত বিস্মিত
হইলেন । সে রাত্রি অতিবাহিত হইল, প্রভাতে
কামন্দকী সর্বত্র মালতীর অনুসন্ধান করিলেন,
কিন্তু কোথাও উদ্দেশ পাইলেন না ।

মাধব অত্যন্ত অধীর হইলেন ও মালতীবিরহে
পরিচিত প্রদেশ দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া পদ্মাবতী

পরিত্যাগপূৰ্বক বৃহদ্রোণীশৈলকান্তবে বাস করি-
বার অভিপ্রায়ে তথায় গমন করিলেন। মকরন্দও
বয়স্কের গতি অবলম্বন করিলেন। কামন্দকী
ও লবঙ্গিকাও মালতীশোকে কাতর হইয়া জন-
স্থান পরিত্যাগ পূৰ্বক, মাধব ষথায় গমন করি-
লেন, সেই বনেই প্রস্থান করিলেন। মদযন্তিকা
ও বুদ্ধরক্ষিতাও তাঁহাদের অনুগামিনী হইলেন।

মকরন্দ পৰ্বতকান্তরে উপস্থিত হইয়া বয়-
স্কের শোকাহত চিত্ত বিনোদনাভিপ্রায়ে বলিলেন,
“বয়স্ক ! দেখ, বিকসিত কদম্ব ও লোধু কুম্ভম-
জ্বালে বনস্থলী কি রমণীয় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে।
নির্ঝরিণীকণ্ঠে অভিনব কন্দলীদল উদ্ভিন্ন ও মনো-
হর কেতকসৌরভে ভ্রমরগণ আকুল হইয়া উড়ীন
হইতেছে। প্রস্ফুটিতকুটজশোভা শিখরপ্রদেশে
মত্ত শিখণ্ডিগণ নৃত্য করিতেছে ও সান্নিধ্যদে
মেঘমালা বিতানস্বরূপে লম্বিত আছে”।

মাধবের শোকশাস্ত্র দূরে থাক, আরও কা-
তর হইয়া উঠিলেন ও সাক্ষনবনে বলিলেন,
“সখে ! সত্য, বনস্থলী অতি রমণীয়, কিন্তু ইহা
দর্শনে চিত্ত নিতান্ত আকুল হইতেছে। এখন

ঐশ্ব্যাবসান হইয়াছে, বর্ষা প্রাবস্ত । অর্জুন সর্জ-
সোরভবাহী পোরস্তা বগ্গানিলে নীল জলদজাল
আন্দোলিত হইতেছে, শিশিৰ সমীৰণহিল্লোলে
নূতন জলকণা সঞ্চালিত ও গাত্রে পতিত হই-
তেছে ও মত্ত নীলকণ্ঠসমূহ নুব কেকাধ্বনি
করিতেছে । হা প্রিবে মালতি । কিরূপে স্থিরচিত্ত
হই” । এই বলিয়া মূচ্ছিত হইলেন ।

মকবন্দ, বয়স্হ দুঃসহ শোকভাবে চেতনাশূন্য
হইলেন, দেখিষা অতিকাতব হইয়া উঠিলেন ।
তিনি, “হা ভোঃ কটে, কি হইল, মালতীনয়নের
পূর্ণ শশিমণ্ডল অন্তগত ও জীবনোকেব সার
বিলীন হইল । অদ্য মূর্ত্তিমান মহোৎসব পরিস-
মাণ্ড হইল । হা মাতঃ হৃদয় বিদলিত, দেহবন্ধ
'বিস্রস্ত ও জগৎ শূন্যস্বরূপ প্রতীত হইতেছে ।
হা সখি মালতি । এখনও কিরূপে ঈদৃশ নিষ্করণ
চিত্তে স্থির রহিষাছ । তখন ইঁহাতে তোমাব
প্রণয়ভূকা ব্যাহত হওয়াতে, তাদৃশ অসদৃশ সাহ-
সে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, এখন নিরপরাধে কি হেতু
ঈদৃশ দারুণ ব্যবসায় আবস্ত করিলে । হা বয়স্হ
হৃদয়ানন্দ । তুমি চন্দনরসস্বরূপ গাত্র শীতল ও

শারদেন্দুর ন্যায় নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে, নিষ্করণ কাল মদীয় জীবনস্বরূপ তোমায় অপহরণ করিয়া আমারও জীবনশেষ করিল। অকরণ। স্মিতোজ্জ্বল নয়ন উগ্ৰীলন কর, মধুব বাক্য প্রদান কর, আমি তোমার নিতান্ত অনুরক্ত”। এই বলিয়া বোদন কবিত্তে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে মাধব নবশীকরাসারসেকে সংজ্ঞা লাভ কবিলেন ও “একুপ বিজন বিপিনে কে আমার বার্তাহর হইবা ঐদৃশ মন্দভাগ্যের চিত্র আশ্রস্ত করিবে” এই বলিয়া গাত্রোপ্থান কবিলেন। অনন্তর সন্মুখে অদ্রিশিখরলম্বিনী নৃতন তোষা-হমালা অবলোকনপূর্বক সাদরচিত্তে দণ্ডায়মান হইলেন ও কুতাঞ্জলিপুটে কুশলবাদপূর্বক নিবেদন করিলেন, “ভগবন্ জীমূত। তুমি ভুবনমধ্যে ইতস্ততঃ সতত বিচরণ করিয়া থাক, যদি কোথাও প্রিয়তমা মালতী তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হন, তবে প্রথমতঃ সান্দ্র নাবাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ প্রদানপূর্বক মদীয় অবস্থা সবিশেষ বিজ্ঞাপন করিবে; কিন্তু যেন তাহাতে আশতাকীর আশাতঙ্ক কোন প্রকারে উদ্ভিন্ন না হয়, কেন না আশাই

তাঁহার জীবনের বন্ধনস্বরূপ'। মেঘ অচেতন, বায়ুবেগে স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

মাধব গিরিপারিসরে ইতস্ততঃ পরিক্রম করিতে লাগিলেন ও কান্ধারচারি জন্তুদিগকে উর্দ্ধস্বরে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'তোঃ অরণ্যচারি সঙ্ক-
গণ! তোমাদিগকে প্রণতিপূর্ব্বক একটি কথা জি-
জ্ঞাসা করি, অবধান প্রদান কর। তোমবা সতত
এই ভূধরকান্ধারে অবস্থিতি কর, এখানে একটি
সর্কাজসুন্দরী কুলবধ তোমাদের দৃষ্টিগোচর হই-
য়াছে ও তাঁহাব কি দশা ঘটিয়াছে, বলিতে পাব?
তোঃ কহ। নৃত্যোন্মত্ত নীলকণ্ঠ কেকারবে আমার
বচন তিরোহিত করিল। মত্ত চকোর অনন্যমনা
হইয়া সানন্দ সহচরীর অভিসরণ করিতেছে। এ-
খানে গজযুধাধিপ নানা চাতুর্য্য সহকারে স্বীয়
কান্ধার অনুবর্তন করিতেছে, কখন প্রেমোন্মত্ত
চিত্তে প্রিয়তমার বদনে ভুক্তাবশিষ্ট শল্লকীকিসলয়
প্রদান করিতেছে, কখন পর্যায়পাতিত কর্ণযুগলে
তাঁহার গাত্রে বায়ুবীজন করিতেছে, কখন দন্ত-
কোটি দ্বারা তাঁহার গাত্রকণ্ডূয়া নিবারণ করি-
তেছে ও করিণী মীলিতনয়নে স্থির হইয়া দণ্ডা-

য়মান আছে । কোথায় যাই, কে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবে, অর্থির কোথাও স্থান নাই । হা বয়স্ক মকরন্দ । তুমি কোথায়' এই বলিয়া বিরত হইলেন ।

মকরন্দ, মাধব তাঁহাকে অন্ত্রেষণ করিতেছেন, শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া সম্মুখে আসিলেন । মাধব বলিলেন, 'প্রিয়বয়স্ক । তুমি আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমার সম্ভাবন কব, প্রিয়তমার আর আশা নাই, আমি পরিত্যক্ত হইয়াছি' এই বলিয়া মূর্ছিত হইলেন । মকরন্দ মাধবকে ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছিত ও উগাদগ্রস্ত দেখিয়া ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলেন ও বয়স্কের জীবনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া নানা করুণবচনে হৃদয়ের শোক অভিব্যক্ত করিতে লাগিলেন । “বয়স্ক । মর্দীয় হৃদয় স্নেহাতিশয় প্রযুক্ত বিনা কারণে তোমার অনিষ্টাশঙ্কার কম্পিত হইত, এখন সে সমুদ্রাঘের শেষ হইল । সখে । পূর্বে তোমার তাদৃশ শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়াও তোমায় জীবিত দেখিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত ছিলাম, কিন্তু ইদানী কায় ভারভূত,

জীবন বজ্রকীলসদৃশ ও ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ফল হইল । সময় দুরতিবাহ্য হইয়া উঠিল । এখন এ হতনয়নে তোমার জীবনাবসান দেখিব বলিয়া কি জীবিত আছি । আমি এই গিরিশিখর হইতে পটলাবতীতে আত্মনিষ্ক্ষেপপূর্ব্বক তোমার অগ্রসর হই । হা কৰ্কে । এই সেই নীলোৎপলসুন্দর শরীর । নবানুবাগবশতঃ নানাবিভ্রমাকুল মালতী-নয়ন যাহার মধুপান করিয়াছিল ও আমি যাহার গাঢ় পীড়নে অসাধারণ পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছি । সখে ! বিশদ শশিকলা সমগ্র কলার পরিপূর্ণ ও রাহুর করাল মুখকন্দবে পতিত হয়, নিবিড নীল জলধর গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত কবে ও বায়ুবেগে পুনর্বার বিশীর্ণ হয়, মনোহর বিটপী কলপল্লবে শোভা পায় ও বনাগ্নিতে দগ্ধ হয়, তুমিও তৈশম্বেই অসামান্য গুণমহিমায লোকেব চুড়ামণি হইরাছিলে ও অকালে হতকাল তোমায় হরণ করিল । হা বয়স্য ! তোমা বিনা এই মন্দভাগ্য মুহূর্ত্তমাত্রও জীবিত থাকিবে, তাহা মনেও করো না । জন্মাবধি নিরবধি সহবাসপ্রযুক্ত জননীস্তন্যও এবদ্র পান করিয়াছি, এখন তুমি একাকী

বকুলদত্ত নিবাপসলিল পান করিবে, ইহা নিতান্ত অন্যায়” এই বলিয়া মাধবকে জগের মত আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর গাংত্রোথান পূর্বক, ‘ভগবন্ গৌরীপতে। প্রিয়বয়স্কোর যথায জন্ম হইবে, আমারও যেন তথায় জন্মগ্রহণ হয়; জন্মান্তরও যেন ইঁহারই সহচর হইতে পাই’ এই বলিয়া সমিহিত গিরিশিখর হইতে পাটলাবতীতে অঙ্গসমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেই, এক যোগিনী নিবারণপূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, ‘বৎস। তুমি কে, কি নিমিত্তই বা ঐদৃশ সাহসে প্রবৃত্ত হইয়াছ’। মকরন্দ বলিলেন, ‘অম্ব। আমার নাম মকরন্দ, আমার প্রিয়সুহৃৎ মাধব মালতীশোকে জীবনশংসর প্রাপ্ত হইয়াছেন; আমি, তাঁহার জীবনাবসান না দেখিতে হয়, এই অভিপ্রায়ে অগ্রেই জীবনত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অম্ব। তুমি কে কি নিমিত্তই বা আমার এ অধ্যবসায়ে বিঘ্ন করিতেছ’। যোগিনী বলিলেন, ‘আমি ভগবতী কামন্দকীর, চিরন্তন অন্ত্রবাসিনী সৌদামিনী; মালতীর অভিজ্ঞান লইয়া আসিবাছি, এই দেখ বকুলমালা’। মকরন্দ সহসা মালতীর অভি-

জ্ঞান দর্শনে আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন ও যোগিনীকে মাধবের নিকট লইয়া গেলেন ।

মন্দ মন্দ শীতল সমীরণহিল্লোলে মাধবের প্রতিবোধ হইল । তিনি মুচ্ছাভঙ্গে কাতরহৃদয়ে সমীরণকে সন্মোদনপূর্ব্বক বলিলেন, ‘ভগবন্ পৌরস্ত্য পবন । জলপূর্ণ জলদজাল ভুবনমণ্ডলে বিকীর্ণ কর, চাতক ও উল্লুখ ময়ূবগণের প্রমোদ প্রদান কর ; আমার মোহপ্রাপ্ত মুখ তজ্জ করিষা তোমার কি লাভ হইল । যাহা হউক, দেব পবন । তথাপি তোমার নিকট এই প্রার্থনা, যে বিকসিত কদম্বকুম্বের রজঃসহকারে প্রিয়তমার নিকট আমার জীবন বহন কর, অথবা তাঁহার সন্ধেশ দিয়া আমায় মুক্ত কর’ । এই বলিয়া ক্লুতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিতেই, সৌদামিনী আকাশ হইতে তাঁহার অঞ্জলিতে মালা প্রক্ষেপ করিলেন । মাধব মালা পাইয়া যেন মালতীই হস্তে প্রাপ্ত হইলেন । তখন তাঁহার মনে মনে কিঞ্চিৎ অভিমানের উদয় হইল ও মালতীকে সন্মোদনপূর্ব্বক বলিলেন, ‘অগ্নি প্রিয়ে । আমার কি অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে কি একবার দৃষ্টিপাত করিতে নাই । আমার হৃদয়

বিদীর্ণ, অঙ্গ দণ্ড ও জীবন উন্মূলিতপ্রায় হইয়াছে ।
এ পরিহাসের সময় নয়, ত্বরিত অগ্রসর হইয়া
আমার নয়নানন্দ বিতরণ কর' । পরিশেষে চারি-
দিক শূন্য দেখিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হই-
লেন । মকবন্দ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, ববস্য ।
এই যোগিনী মালতীর অভিজ্ঞান লইয়া আসিয়া-
ছেন ।

মাধব এইকথা শুনিয়া যোগিনীকে প্রণাম
করিলেন ও ব্যগ্রচিত্তে মালতীর বিবরণ জিজ্ঞা-
সিতে সৌদামিনী বলিলেন, 'বৎস । তুমি কবা-
লায়তনে অঘোরঘণ্টের প্রাণসংহার করিয়া বিষম
কালগ্রাস হইতে মালতীর জীবনরক্ষা করিয়া-
ছিলে । কপালকুণ্ডলা গুরুর প্রাণসংহারে তোমার
উপর তদবধিই কুপিত ছিল । অনন্তর স্বযোগ
ক্রমে উদ্যানে মালতীকে একাকী পাইয়া শূন্যমার্গে
তাঁহাকে ত্রীপর্ব্বতে লইয়া গিয়াছে । তাঁহার প্রাণ-
সংহারে উদ্যত হইয়াছিল, আমি তাহাকে অনেক
ভৎসনা করিয়া মালতীর জীবনরক্ষা করিয়াছি ;
এবং তাঁহার অভিজ্ঞান লইয়া তোমাদের সান্ত্বনা
করিতে আসিয়াছি । কপালকুণ্ডলার চুশ্চরিত

শ্রবণে, মাধবের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। সেদা-
মিনী বলিলেন, ‘আমি এখন আক্ষেপণী বিদ্যা
অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে তোমার মালতীর
সহিত পুনঃসামাগম হইবে’। এই বলিয়া মাধ-
বের সহিত তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে চারি দিক অন্ধকারারূত হ-
ইল। মধ্যো মধ্যো বিদ্যাৎ স্মৃতি পাইতে লাগিল।
মকরন্দ শঙ্কিতচিত্তে কান্তারগহনে কামন্দকীকে
অশ্বেষণপূর্বক তাঁহাকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন
করিলেন। কামন্দকী লবঙ্গিকা প্রভৃতি সকলেই
ছঃসহ শোক সহিতে অসমর্থ হইয়া গিরিশিখর
হইতে পতনে উদ্যত হইয়াছিলেন, মকরন্দের
নিকট মালতীর সমাচার শ্রবণে নিবৃত্ত ও তমঃ
ও বিদ্বাদ্বিলাসে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ইতিমধ্যে
মাধব মালতীকে ধারণপূর্বক তথায় অবতীর্ণ
হইলেন।

মালতীকে মোহিত দেখিয়া সকলের হর্মবিষাদ
উপস্থিত হইল। মাধব বলিলেন, আমরা আসি-
তেছি, পথে এক বনেচর নিবেদন করিল যে, ‘ভূরি-
বস্তু মালতীশোকে সংসারে বিরক্ত হইয়া অগ্নি-

পতনে উদ্যত হইয়াছেন । এই কথা শুনিয়াই মালতী মুচ্ছিত হইলেন । সোদামিনী অমাত্যকে সমাচার দিতে গিয়াছেন । কণেক পবে মালতী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন । ইতিমধ্যে, ‘ভূবিবস্তু মালতীর সমাচার শ্রবণে অগ্নিপতন হইতে নিবৃত্ত ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়াছেন’ ইত্যাকার আকাশবাণী উথিত হইল । মালতী কামন্দকীকে প্রণাম করিলেন, কামন্দকী মালতীর হস্তধাবণপূর্বক ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন ও মস্তকে আঘ্রাণ করিলেন । সকলে পরস্পর আলিঙ্গন করিল ।

অনন্তর সোদামিনী এক লেখহস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া কামন্দকীকে প্রণাম করিলেন । কামন্দকী সান্ত্বিত্য বহুমানপূর্বক সোদামিনীকে আলিঙ্গন করিলেন । সোদামিনী, ‘পদ্মাবতীস্বব নন্দনেব সম্মতি লভিয়া ভূরিবস্তু সমক্ষে লিখিয়া মাধবকে এই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন’ এই বলিয়া কামন্দকীর হস্তে পত্র প্রদান করিলেন । কামন্দকী পত্র উদঘাটনপূর্বক পাঠ করিতে লাগিলেন । ‘স্বস্ত্যস্ত বঃ, তুমি সংকুলোদ্ধৃত ও নানাগুণ-

ভূষিত ; তোমার প্রতি সান্ত্বনয় সমুদ্র হইরাছি ;
 অতএব তোমার প্রীতিহেতু তোমার বয়স্য মকর-
 ন্দকে মদয়ন্তিকা প্রদান করিলাম” । পত্রপাঠে
 কামন্দকী নন্দন হইতে নিভীক হইলেন । সকলে
 সানন্দ হইল । মাধব মালতীলাভে ও মকরন্দ
 মদয়ন্তিকা প্রাপ্তে পরিতুষ্ট হইলেন ।

সমাপ্ত ।

